পঞ্চরস

নবনীতা বসুহক

১ম খন্ড

গৌরচন্দ্রিকা

মার সঙ্গে কথা বলে মোবাইলটা সুইচ অফ করে দিল বন্দিতা। এখন রাত দশটা কুড়ি। এবার শুয়ে পরার তোড়জোড়। সকাল থেকে আজ অনেক ধকল গেছে। শ্বশুরবাড়ি ভর্তি লোক। মাসিশাশুড়ির ছেলের নতুন বউ এসেছিল। খাবে তিনজন কিন্তু আয়োজন দেখো দশজনের। দশজন ছাড়াও বাড়িতে মা-ভাসুর-জার বিবাহিত এক মেয়ে ঝিমলি, ছোট মেয়ে বুবলি, শ্বশুর, শাশুড়ি এছাড়া রাতদিন দেখাশোনার মেয়ে সুন্দরীতো আছেই। বর দীপন বলে দিয়েছিল, আজ বারোটা হবে। শাশুড়ি দরজা খুলবেন বোধহয়। যাক, বছর চারেকের রন্তিকে নিয়েই এবার শুয়ে পড়বে।

শুয়েও কি মুক্তি(আছে? একটার সময় আসবে দীপন। তারপর ল্যাপটপ খটখট। যতই গরম ক(ক সাদা কাপড় পায়ের নিচে দিয়ে দেয় বন্দিতা। দীপনের আলো থেকে মুক্তি(। তারপর রন্তিকে জড়িয়ে অঝোরে ঘুম। রন্তি আবার বাবা যত(ণ না বিছানায় শোবে, তত(ণ ছটফট করবে। দু'বার বাথ(ম যাবে। হিস হিস শব্দ করিয়ে তাকে টয়লেটে নিয়ে যেতে হবে। মোটমাট ঘুমোতে ঘুমোতে রাত দুটো। দীপনকে হাজার বার বন্দিতা বলেছে, ঘুম পায় না তোমার। দুপুরেও তো কাজ কর।

না, সকাল দশটা অবধি ঘুমিয়ে পুষিয়ে যায় আমার।

ও।

বন্দিতা ওঠে সকাল সাড়ে পাঁচটায়। তারপর ছেলেকে জুতো জামা মোজা পরানো। টাই, পরিচিত পত্র। ঘুম চোখ জুড়ে এলেও ছেলের জন্য হরলিক্স নিয়ে দৌড়নো। ছেলে দু'বার খেয়েই ওয়াক ওয়াক। শাশুড়ি নন্দা তখন বলেন, বৌমা এখন গরমকাল, ওকে কতবার বলেছি, বাতাসা ভেজানো জল দেবে।

রন্তি আদো আদো গলায় বলে ওঠে , আমি বোলভিটা খাবো। কতবার বলেছি, মা তুমি না বিচ্ছিরি।

ওদিকে স্কুলে যাবার ড্রাইভার তপন এসে হাজির। গাড়ির চাবি দাও। ব্যাগে করে বন্দিতা ব্লু-বুক ঢুকিয়ে নেয়। দীপায়ন কিছুতেই ওটা গাড়ির মধ্যে রাখবে না।

বন্দিতার বয়স এখন পঁয়তিরিশ। আজকাল বেশ ভুলে যাচ্ছে সে। যেমন মা সকালে শাশুড়ির

ফোনে ঠিক এসময়েই ফোন করে জানাল, হ্যাঁরে আজ ডাক্ত(ার দেখাবি তো?

মা, পরে কথা বলছি। রন্তিকে স্কুলে যাবার তোড়জোড় হচ্ছে।

মা 'ও'বলে বেশ গম্ভীর স্বরে ফোন রেখে দেয়।

নন্দা, এসময় গজগজ শু(করে - কতবার বলেছি তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠ। ছেলেটাকে পটি করাও। গোবিন্দভোগ চালের ভাত খাইয়ে তারপর স্কুলে পাঠাও। একটু অভ্যাস করালেই হল।

সকাল সাতটায় স্কুল বসে। মাত্র পাঁচমিনিট লাগে স্কুলে যেতে। প্রেয়ারে প্রায়ই হাজির থাকে না রন্তি। অথচ যেদিন প্রেয়ারে হাজির থাকে সেদিন বন্দিতার কত ভাল লাগে। কচি কচি ছোট বাচ্চারা কচি কচি ভুল ভাল সুরে 'দন গন মন' গেয়ে ওঠে যখন।

অমনি বন্দিতার মনে পরে যায় তার ছোটবেলার কথা।

সকাল দশটায় ভাত খেয়ে স্কুলে যাওয়া। কাঁসার থালায় মার দলা দলা ভাত খাওয়ানো। ছুটির দিন বাবার বসে থাকা। স্কুল পর্যন্ত তাকে আর ভাইকে বাবার দিয়ে আসা। স্কুলে গিয়েই লুকোচুরি, বসন্তবৌরি, ঘুটি খেলা অথবা এক পিরিয়ডে কাটাকুটি কিংবা চোরপুলিশ খেলা। রাফ খাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে একসা। বাড়ি ফিরে খাতা মেলাতে গিয়ে মার বকুনি, ভাই রন্টু, সব বলে দেয়। বন্দিতা ওরফে রন্টুর চড় থাপ্পার জুটে যায় রাতে বাবার কড়া হাতে।

পরদিন আবার বিকেলে খেলার মাঠে যাবার আগে দু' ভাইবোনে আবার ভাব। কি নিয়ে রন্টু মোটেই দুধ খেতে চায় না। রন্তুকে অনুরোধ সকাতরে, দিদি, আমার দুধটা খেয়ে নিবি।

না, তুই আজ স্কুলের কথা বলে দিয়েছিস। খাব না।

খা-না, আর বলব না।

তবে বল, আমার একটা জেমস দিবি।

বেশ দোব।

দু'গ-াস দুধ খেয়ে নেয় বুন্তু। মা বলে, হ্যাঁরে বুন্ত তোর গোঁফ হয়েছে। রন্টুর গোঁফ কোথায়?

রন্টু চিৎকার করে বলে ওঠে হেড অফিসের বড়বাবুর গোঁফ চুরি গেছে মা।

স্কুলে দিয়েই ফিরে যায় বন্দিতা। এবার সে রান্নাঘরে ঢুকবে। রন্তিকে নিয়ে আসবে দাদু। নিজেই যাবেন ড্রাইভ করে। স্কুল থেকে ফেরার পথে ড্রাইভার তপন জানায়, বৌদি কাল ছুটি নোব।

কেন?

আমার মেয়ের জন্মদিন।

নেমন্তন্ন করবে না আমাদের।

লাজুক মুখে তপন জানায়, জানাব ভেবেছিলাম। আপনাকে আর রন্তিকে।

রন্তির ঠাকুমাকেও বোলো।

ও আচ্ছা।

তোমার বোধহয় অসুবিধা হবে আমারা সবাই গেলে। তাই না?

না, না ।

ফিরতে ফিরতে আবার ফোন চন্দ্রিমার—

হাঁরে আজ 'কহানি' দেখবি?

চন্দ্রিমা বন্দিতার স্কুল জীবনের বন্ধু।

নারে আমার আজ হবে না।

কি এমন সংসার করিস বল তো? ধ্যুৎ আবার কুন্তলকে সাধতে হবে।

তা থাক্ না বাবা। কে বারণ করেছে? শনিবার যেতে পারি। বরকে সাধা ভাল।

শনিবার আমার হবে না। ছেলে আর বরের সঙ্গে হলদিয়া যাব, শ্বশুরবাড়ি। তাছাড় সবাই এমন আলোচনা করছে। আমার পেট গুড়গুড় করছে রে।

বন্দিতা ফোন রাখল।

২য় খন্ড

বাৎসল্য

ছুটন্ত একটা ঘোড়ার মুখে জিন নেই। দৌড়চ্ছে ঘোড়াটা । পাহাড়ের মাথার উপর দিয়ে। সেই ঘোড়ার উপর বসে আছে রন্তি আর বন্দিতা। রন্তি নির্বিকার। নির্বিঘ্ন চিত্তে মাকে বলছে, মা, দ্যাখো পাহাড় কত সুন্দর। আলো কত, রোদ এখানে সোনার মতো ঝলমলে তাইনা !

বন্দিতা চেপে ধরে আছে রন্তিকে। ধোঁয়াশার মধ্যেই বুকে ধড়ফড় করছে। বুঝতে পারছে ঘোড়া থেকে যদি পরে যায় সে অথবা রন্তি মিলিয়ে যাবে অতল গহ্বরে। হঠাৎ ঘোড়াটা বাঁক নিল আর বন্দিতা শূন্যে মহাশূন্যে ভাসছে...

দীপ.....উ

বন্দিতা চোখ খুলে দেখে হালকা নীল আলোয় মশারি দুলছে। দীপন পাশ থেকে ঠেলে দেয় তাকে। কি হয়েছে তোমার? স্বপ্ন দেখছিলে?

কাল রন্তির স্কুল ছুটি। দীপন শনিবারও অফিস যায়। উঠে ঘাড়ে মাথায় জল দেয় বন্দিতা। ইদানিং প্রেসার হাই হয়ে যাচ্ছে তার। তাই বাড়িতে কিনে রেখেছে একটা প্রেসার মাপার যন্ত্র। কিন্তু ওটা শ্বশুরের বগলদাবা। এত রাত্রে কি ডাকবে ওদের?

না থাক।

দীপন বলছে, যাওনা প্রেসারযন্ত্রটা নিয়ে এসো না।

এত রাতে?

তাহলে আমি যাচ্ছি।

থাক।

পাশের ঘরেই নন্দা আর সুবিমলের ঘর। ঠকঠক শব্দে এত রাতে দরজা খুলতে নন্দা ঈষৎ বিরক্ত। রাতে স্বল্পবাস পরে নন্দা। বেশ সুন্দর ও আকর্ষণীয় চেহারা নন্দার। বন্দিতা জানায়, প্রেসার মাপার যন্ত্রটা দেবে?

কার আবার প্রেসার বাড়ল বুন্তু? দীপনের? কতবার ওকে বলি তেলেভাজা জিনিস না খেতে। নাও।

না-মা, আমার প্রেসারটা মনে হচ্ছে হাই হয়েছে।

অ। নন্দা ঈষৎ কি চিন্তিত? তা এত রাতে প্রেসার মেপে কি করবে? ডাক্তার পাবে কোথায়? যদি ওষুধ লাগে একেবারে নিয়ে যাও।

দিন।

নন্দা ওষুধ দিয়েই দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দেন। রাতে ঘুম হয় না নাকি ঘুম ভাঙলে। বান্দিতার ভাল লাগে না বিরক্ত করতে। কিন্তু যদি না যেত, দীপন এদিকে বিরক্ত করে মারত। আর দীপন নিজে যদি মার কাছে যেত নন্দা কালই কথা শোনাত। ছেলেটা সারাদিন খাটে বুন্তু তুমি ঘুমোতে দাও না কেন ওকে?

নিচের তলায় জা আর ভাসুর থাকে। ওরা সেপারেট। বুন্তুকে কতবার বলেছে জা মল্লিকা-থাকিস কেন একসঙ্গে। মাগি হাড়বজ্জাত। ঐ অনুষ্ঠানে একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে। আমার দ্যাখ, কোনও ঝুটঝামেলা নেই, একটা মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিয়েছি। নিজের মত রান্নাবান্না করছি। ঠাকুমার আদরে ঝিমলি আর বুবলি গোল্লায় যাচ্ছিল। ঝিমলি এখন আমায় বলে মা, দশবছর তুমি কত

সহ্য করেছ, কেন করলে? ঠাকুমার আদর নয় বুঝলি আদরের নামে জেলাসি।

বন্দিতা কি করবে? বন্দিতা অত ঝগড়ুটে নয়। বাঁকা কথা বলতেও অভ্যস্ত নয়। সংসারের কৌশলও আয়ত্তে নেই তার। তাছাড়া দীপন বাপ মাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না। সে সকলের সঙ্গে থাকতে ভালবাসে। মা আর ছেলের আহ্লাদ দেখতে দেখতে গা সওয়া হয়ে গেছে বন্দিতার।

বন্দিতা প্রেসার মাপতে বসল। বড় গরম পড়েছে। এ সি চলছে। বন্ধ ঘর। দীপনই এ বাড়ি করতে বেশি টাকা দিয়েছিল। ভাসুর প্রণামই বেশি দেয়নি। মেয়ের বিয়ের অজুহাতে। জমিটা কেনা হয়েছিল শ্বশুরের টাকায়। প্রণামরা শুনেছে রাজারহাটে তিন কামরার ফ্ল্যাট কিনে রেখেছে। দীপনের সম্পত্তি করার দিকে লোভ নেই। এখনও বাবা-মার নামে অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়েছে। বন্দিতাকে অবশ্য একটা অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়েছে। মাসে মাসে ই. সি. এস পাঁচ হাজার চলে যায় সেখানে। রন্তির স্কুল বাপের বাড়ির যাবার টাকা সেখান থেকেই হয়ে যায়।

মা আমি বাথ(ম যাব।

ওঠো না দীপন। প্রেসারটা দেখব, ওঠো। বেশ গরম লাগছে।

ঘুমোও, কাল দেখে দোব।

বলে কোনও লাভ নেই। দীপন উঠবে না। আর রন্তি ভিজিয়ে ফেলবে ডানলোপিলো। নন্দা সকালে কথা শোনাবে, ডানলোপিলো তো তোমার বাবাকে কিনতে হয়নি, তাই ছেলেকে ওঠাচ্ছ না। আমরাও ছেলে মানুষ করেছি বুন্ত।

রন্তি দু'একবার ভিজালেই শুনতে হয়েছে। তাড়াতাড়ি প্রেসারযন্ত্রটা খুলে রন্তিকে কোলে নিয়ে আলো জ্বেলে দাঁড় করাতেই প্যান্ট ভিজিয়ে দেয় রন্তি। বুন্তর মাথায় চাপ লাগছে। কোনমতে বিছানায় রন্তিকে শুইয়ে দিয়ে প্যান্টটা কেচে রাখে কলের ডগায়। সার্ফ এক্সেল দেবার ইচ্ছে ছিল। রন্তিতে বড় হচ্ছে, ওর হিসিতে আজকাল গন্ধ হচ্ছে।

এত রাতে কল খুলেছ কেন? প্রেসার বাড়লে ওষুধ খেয়ে বিছানায় শোও। মা'র থেকে ওষুধ নিয়ে এসেছ?

না, প্রেসারটা কত না জেনে ওষুধ খাব কিভাবে? উঠে দীপন সাহায্য করে প্রেসার দেখতে। প্রেসার একশ আশি। উপর দিকটা। নিচটা একশ চল্লিশ। নিজের ডাক্ত(ারিতে হাফ ট্যাবলেট খেয়ে শুয়ে পড়ল বন্দিতা। ঘুমে চোখ জুড়িয়ে আসছে। ছেলের গায়ে হাত দিতেই বুঝল প্যান্ট পরানো হয়নি রন্তিকে। আবার উঠল। আলমারির এক পাশে ন্যাপথালিনে জড়ানো ব্যাগ থেকে বার করল প্যান্ট। ড্রেসিং টেবিল থেকে নিল পাউডার। পাউডার লাগিয়ে প্যান্ট পরিয়ে দিয়ে কোনমতে শুয়ে পড়ল বন্দিতা। না, কাল ডাক্ত(ার দেখাতেই হবে।

রন্তির মাথায় হাত দিয়ে দেখল ঘামছে কীনা। দীপন নাক ডাকছে। ছেলেকে বুকের কাছে

টেনে নিল বন্দিতা।

২.

রন্তিকে নিয়ে হোমটাস্ক করতে বসিয়েছে বন্দিতা। রন্তি একবারও স্থির হয়ে বসবে না। বুবলির ঘরে হানা দিয়েছে সে। এখন আর সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামলো বুকটা ধড়াস ধড়াস করে না বন্দিতার। কিন্তু অন্য চিন্তা মাথায় খেলে তার। বুবলি তো রাত দিনই টিভি খুলে বসে অছে। সারাদিন স্বল্পবাসে নাচ চলছে অশ্লিল ভঙ্গিতে। নিচে নামে সে। নন্দা রান্নাঘরে রান্নার ডিরেকশনে ব্যস্ত। দীপন একবার এস. এম. এস করেছে। ফিরতে আরও রাত হবে। তোমরা খেয়ে নিও। সুবমলের ক'জন বন্ধু এসেছে। হৈ হৈ করে আড্ডা চলছে। বন্দিতা কালকের জ(রি হোমটাস্কের খাতা নিয়ে দৌড়য় মল্লিকার ঘরে। রন্তি বন্দিতাকে দেখে বুবলির খাটের কোণে গিয়ে বসেছে।

না, যাব না।

ছবি আঁকবে না।

মল্লিকা বলছে, ছাড় তো। তোর যত যত পড়া পড়া। তুই এত পড়েছিস কি হল?

দিদি অমন আস্কারা দিও না। কাল স্কুলে আমায় কথা শুনতে হবে। কাল কি কাজ আছে কাম্মা?

দ্যাখ না, বক্স ঘরে ফিল ইন দ্য গ্যাপ করতে হবে। একবার ক্যাপিটাল 'এ বি', একবার স্মল 'এ বি'(কিন্তু বুবলি তোর পড়া নেই? তোর না ক্লাস এইট।

মল্লিকা জানায়, ওর তো পরী(া হয়ে গেছে। ওমা জানিস না। তাছাড়া ওদের তো সব স্কুলেই করিয়ে দেয়। চা খাবি?

এই গরমে চা?

খা তো। তুই খেলে আমিও খাই।

চা দিতে দিতে বলে মল্লিকা, তোর নাকি প্রেসার বেড়েছে। সকালে মা বলছিল। একটু প্রাণায়াম তো করতে পারিস।

তুমি করছ?

না, আমি রবি শঙ্করের 'আর্ট অব লিভিং' কোর্স করছি। বুস্ত কী যে ভাল আছি। তুই করবি? মনে শান্তি পাবি। নো ট্রেস। নো কিছু।

চা-টা বেশ ভাল করেছ দিদি। দাঁড়াও তোমার দেওরকে জিগগেস করি।

দীপনকে? ও কে জিগগেস করাও যা, না করাও তাই। জীবনটা তোর। তোকে ভাল থাকতে হবে। বাচ্চাকে মানুষ করতে হবে। মা'র হাত থেকে সাবধানে বাঁচতে হবে। হ্যাঁরে মাগীকে সহ্য করিস

কি করে?

রন্তি পাশ থেকে জিগগেস করে, মাগি কে মা? মাগি মানে কি?

বুবলি কথা ঘোরায়। বলল, ম্যাগি খাবি? মা ওকে একটু ম্যাগি বানিয়ে দেবে?

রন্তি বলে, না ম্যাগি খাব না। জেম্মা মাগি অসয্য। অসয্য। আমি চিপ্স খাব।

মল্লিকার কাছে আর থাকতে ইচ্ছে হয় না বন্দিতার। এত অ(ীল কথাবার্তা। বন্দিতা বোঝে আড়ালে মল্লিকা তাকে ক(ণা করে। তার মত আলাদা থাকছে না বলে। আলাদা থাকলেই কি বন্দিতা ভাল থাকবে? বন্তিতা তো একাই থাকে। মন খুলে কা(র সঙ্গে কথা বলতে সে কোনওদিন পারে না।

দিদি তুমি কি ওকে দিয়ে আসবে? বুবলি দিয়ে আসবি তো। মল্লিকা হঠাৎ রেগে যায়। বলে, তুই কি মনে করিস মা তোর নামে কিছু বলে না? সব বলে। তুই ছেলে নিয়ে স্কুলে গেলেই বলে। নাহলে আমি জানব কি করে তুই অপদার্থ, পাগল, জড়ভড়ত।

বন্দিতা হঠাৎ ছেলেকে কোলে তুলে নেয়। বুবলি আর মল্লিকা বলে, আমি যাই। পেছন থেকে মল্লিকা জানায় পালিয়ে বাঁচা যায় না বন্দিতা ?

বন্দিতা বলে, পালিয়ে যাচ্ছি না। দেখছ না রন্তি ঘুমিয়ে পড়েছে। ওকে খাওয়াতে হবে। মা ডাকবে এ(নি। তুমি নাকি শান্তিতে আছ। কই শান্তি? এসব নিয়ে ভেবো না। আমি সকলের মধ্যে থাকতেই ভালবাসি।

বুবলি বলল, ও কাম্মা আর একটু থেকে যাও না। ল্যাপটপে দিদি আর নয়নদার বেড়ানোর ছবিগুলো দ্যাখাওনা।

মল্লিকা বলে, দেখে যা বন্দিতা। ওর শ্বশুর শাশুড়িও গেছিল লাভা লোলেগাঁও। কাল আবার ওরা অসছে জানিস তো!

তাই! ওই দ্যাখ রন্তি ঘুমিয়েই পড়ল। বুবলি খাতাগুলো দিবি।

মল্লিকা বলল, ও দিয়ে আসছে। তুই যা।

রন্টু এসেছে। বন্দিতা অবাক। নন্দা বললো, তুমি তো মল্লিকার ঘরে ছিলে। আমি আর ডাকিনি ও আধঘন্টা বসে আছে।

রন্টু বলল, তুই কেমন আছিস? মা বলল দেখে আসতে। তুই নাকি ডাক্ত(ার দেখাচ্ছিস না। কেন এত প্রেসার!

রন্টু বন্দিতার কোল থেকে রন্তিকে নিয়ে নেয়। বিছানায় শুইয়ে দেয়, নন্দা বলল—

রন্তুকে কতবার বললাম, আজ ডঃ সোমের কাছে যাই, তা যাবে ও।

বন্দিতা অবাক, নন্দা কখন বলল ওকে বরং সুবিমল একবার বলেছিল, নন্দা কখন তার দিকে কটমট করে তাকিয়েছিলেন।

শোন দিদি, আজ আমি থাকছি। তুই কাল যাবি আমার সঙ্গে, মা বলে দিয়েছে।

মাকে বলিস, কাল ডাক্তা(ার দেখাব, তোর আজ অফিস ছিল না।

অফিস থেকেই আসছি।

নন্দা সুন্দরীকে বলে ভাত বসিয়ে দিয়েছে।

রন্টু বলল, আমি খেয়ে এসেছি। মামিমা, মামা কোথায়?

নন্দা বললেন, তুমি তো আর আসই না। চাকরি যখন করতে না কত আসতে। অথচ এত কাছে চাকরি করছ তবু আসো না। কেন ভাগ্নেকে দেখতে আসতে নেই?

রন্টুর মাথা ঠান্ডা। বাথ(ম গেল। জামা প্যান্ট ছেড়ে পাজামা পাঞ্জাবি পড়ল। ঠান্ডা মাথায় খেল। তারপর বলল, তুই যদি না যাস, আমি চলে যাই।

বন্দিতা ভাইয়ের গোঁয়ার্তুমি জানে। বলল, ঠিক আছে কাল যাব।

নন্দার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বুঝল, নন্দা ঈষৎ অসন্তুষ্ট।

৩.

ছেলেকে স্কুল থেকে আনতে গিয়ে কাঁকুরগাছি মোড়ে ঝামেলায় পড়ে গেল বন্দিতা। অটোওয়ালারা নাকি ভাড়া বাড়াবে। গ্যাসের দাম বেড়ে গেছে। ওরা ছ'টাকা থেকে নাকি সাতে নিয়ে যাবে ভাড়া। আজ সুবিমল আসেনি। শরীরটা খারাপ যাচ্ছে সুবিমলের। দাঁতের গোড়ায় ঘা হয়েছে। দীপন আর নন্দা খুব চিন্তিত। দীপন বন্দিতাকে বলেছে, বিকেলে এ. এম. আর. আই. তে দেখিয়ে আনতে। বন্দিতা দেখল ষন্ডাগুন্ডা চেহারার কয়েকজন লোক পরস্পরের দিকে থান ইট তুলে তেড়ে তেড়ে যাচ্ছে। এদিকে ধুতি পাঞ্জাবি পরা এক নেতাকে দেখতে পাচ্ছে। সমস্ত ঘটনাটা চারহাত দূরে বন্দিতার। একদল চাইছে অটো চলুক। অটোচালকরা বেঁকে বসেছে। একজন রিক্সাওয়ালা বলল, দিদি বাড়ি ফিরে যান।

বাড়ি ফিরবো কি করে. ছেলে স্কুলে! বন্দিতার গলায় চিন্তার সুর।

কোথায়?

ওই তো এটি এম পেরিয়ে ফাইন মর্নিং এ।

তবে যান।

আমায় একটু রিক্সা করে দিয়ে আসবে!

আমি কি করে যাব! আমার রিক্সা ভেঙে দেবে।

তবে হেঁটেই যাই। এদিকে ওর তো স্কুলের ছুটির সময় হয়ে গেছে।

অকুস্থলের পাশ দিয়ে প্রায় দৌড়েই যায় বন্দিতা, আজ সিগন্যাল দেখার তাড়া নেই। বাস, অটো সব বন্ধ। স্কুলে পৌঁছে দেখে বাচ্চা আজ কম। রন্তি ভ্যাঁ করে কাঁদছে। বাড়ির কাউকে না দেখে। মাসি বলল, নিন, ধ(ন যা কাঁদছে।

দাদান কই মা?

মাসি বলল, একটু অপে(া করে পরে যান। রন্তি বলল, আইসক্রি(ম খাব না।

ঈষৎ বিরক্ত(বন্দিতা। রন্তির আব্দার মানার ইচ্ছে তার নেই। অন্যদিন যখন বন্দিতা নিতে আসে আইসক্রি(ম কিনে দেয়। কিন্তু এখন ওকে নিয়ে বাড়ি যাবে কি করে তা নিয়েই বন্দিতা ভয়ানক চিন্তিত। রন্তির ব্যাগ কাঁধে। রন্তি রাঙের বাক্স নিয়ে ব্যাগটাকে ভয়ানক ভারি করে ফেলে। তার উপর পড়ার বইগুলোও আছে। আজ বন্দিতার নিজের ব্যাগটাও বেশ ভারি। বন্দিতা তার বাড়ির পথে আরও দু'একজন কে খুঁজল। সুনন্দা বা ব্রততী কেউ যদি থাকে! না কেউ নেই! বলল বন্দিতা, আইসক্রি(ম দাও। ওই যে ভ্যানিলা।

আজ আমি ভ্যানিলা খাব না মা। আমি লেবু বার খাব।

আইসক্রি(মওলা বলল, না, লেবু বার নেই।

তবে চকলেট দাও।

ব্যাগ খুলে টাকা বার করে বন্দিতা। দশটাকার দুটো নোট। আইসক্রি(মওলা বলল, কাঁকুরগাছি মোড়ে যাবেন না!

হুঁ, আসার সময় গন্ডগোল দেখলাম।

কোথায় থাকেন?

ঝারোখা হাউসিং-এর উল্টোদিকের গলিতে।

তাহলে এক কাজ ক(ন। যে গলিটায় থ্রি/এ বাস দাঁড়ায়, ওই গলিটায় চলে যান।

ধন্যবাদ অনেক আপনাকে।

কোনও কথা বলবেন না বৌদি। চুপচাপ চলে যান। কোথাও কোনও মন্তব্য করবেন না।

কোনওমতে বাড়ি ফিরল বন্দিতা। ভাগ্যত্র(মে একটা রিক্সা পেয়ে গেছিল। শাশুড়ি ওদিকে এঁচোড় কাটিয়ে রেখেছে সুন্দরীকে দিয়ে। বন্দিতার হাতের রান্না সুবিমলের পছন্দ। জামাকাপড় ছেড়ে এঁচোড় ধুয়ে প্রেসারে বসায়। রন্তিকে জামা ছাড়ায় সুন্দরী। রিমোট নিয়ে বসে ছোটা ভীম দেখতে বসে। সুন্দরী তাকে চান করাতে নিয়ে যায়। নন্দা দু'একবার গজগজ করে—'রাতদিন টিভি আর টিভি। বন্দিতা তুমি কিছু বল।' তরকারিতে ফোড়ন আর আদা জিরে বাটার পর্ব শেষ করে রন্তিকে নিয়ে বাথ(মে ঢোকায়। গিজার চালাতে গিয়ে মনে পড়ে গিজার খারাপ। যাক্‌গে ঈষৎ জল গরম আছে। রন্তিকে ঠান্ডা জলে চান করায় না বন্দিতা গরমেও। যা ঠান্ডার ধাৎ। রন্তি জল পেলেই লাফায়। আর সারা শরীর ভিজিয়ে দেয় বন্দিতার। বন্দিতা আজ চিৎকার করে, 'সুন্দরী একটু আসবি। যা মাথাটা মোছা। মা, এঁচোড়টা এবার নামাও। নন্দা রিমোটটা সোফায় ফেলে গটগট করে রান্নাঘরে যায়। সুন্দরীকে আবার ডাকে বন্দিতা, আনলার থেকে আমার সালোয়ারটা দিয়ে যা।

কোনটা বৌদি?

ওই লালটা। যেটা বাড়িতে পড়ি। বন্দিতার চান পর্ব শেষ। সুন্দরী লাল চুড়িদার রেখে গেছে খাটে। বাইরে এসে দেখে সুন্দরী তত(ণে জামা কাপড় পরিয়ে দিয়েছে রন্তিকে। রন্তি আর নন্দার রিমোট দখল নিয়ে লড়াই চলছে। বালতি করে শাড়িগুলো নিয়ে এসে বন্দিতা সুন্দরীকে নির্দেশ করে। যা তো ছাদে জামাকাপড় মেলে দিয়ে আয়।

সুন্দরী নন্দা আর রন্তির ঝগড়া সামলাবার জন্য জানায়, যাবি ভাই?

না, না একেবারেই নয়। ছাদের আলসের দিকে চলে যাবে ও। হা হা করে বন্দিতা।

নন্দা ঈষৎ গুম। এবার রন্তির খাওয়ানোর পর্ব শু(হবে। তার মান মানে নন্দার প্রিয় সিরিয়াল জন্মদিন দেখার দফা রফা। নন্দাকে পুলকিত করে দেয় আজ বন্দিতা। ছেলেকে দিয়ে খাবার নিয়ে আর সুন্দরীকে নিয়ে ঢুকে যায় সুবিমলের ঘরে।

সুবিমল ঘরে নেই। নন্দা ঈষৎ চিন্তিত। তার মানে রন্তি বিছানায় উঠে ভাত ছড়াবে। এঁটো কাঁটায় একসা। শুত্র(বার করে অনুকূল ঠাকুর আর শনিবার নিরামিশ রেখে জীবন সুন্দর রাখেন নন্দা। থাক্‌গে 'জন্মদিন' দেখতে গেলে ওটুকু ছাড়লেই হবে। গঙ্গাজল ছিটয়ে দেবেন না হয়!

রন্তি দাদু আর ঠাকুমার ঘরে ঢুকে খেতে খুব ভালবাসে। ঠাকুরের একগাদা ছবি দেখে সে চুপ করে খেয়ে নেয়। সুবিমল একতলায় বড়ছেলের কাছে। আজ প্রণামের চেম্বার নেই। তাঁর কাছে পরামর্শ নিতে গেছেন ডাত্ত(ারি শাস্ত্রের। বড় ভাসুর প্রণাম যদিও শিশু বিষেশজ্ঞ এবং ডাত্ত(ারি শাস্ত্রে সর্ববিষয়ে পারদর্শিতা নেই, তবু সুবিমল যে ডাত্ত(ারের বাপ, একটা গোপন গর্ব তো থাকবেই। তাছাড়া এটা হয়তো নির্ভরতা।

সখ্য

১.

আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের হাতছানি। এখনও পয়লা বৈশাখ আসেনি। সকালে বেশ ঝড় জল হয়ে গেছে। বাড়ির পাশের নিমগাছের কিছু ডাল শুকনো। কাল দীপন বলছিল, জানো যখন এই জায়গাটা বাবা পছন্দ করেছিল নিমগাছটা বেশ ছোট ছিল। বন্দিতার খুব সখ এই নিমগাছের ভেতর দিয়ে আকাশের চাঁদ দেখার। এ বাসনা তার কেন হাজার হাজার মানুষের। এই পূর্ণিমায় সুবিমল নিয়ম করে গান শোনেন।

সুবিমলের ঘরে থেকে দেবব্রতর গান ভেসে আসে — কাছে থেকে রইলে দূরে— তখন হু হু করে মনখারাপ করে কোন অনাগত'র জন্য। সত্যি দীপনকে কতখানি পায়। কোন মেয়েই বা এই ব্যস্ত যুগে তার বরকে সম্পূর্ণ সম্পন্ন করে পায়। সুবিমল একটার পর একটা গান শুনবেন। এবারের গান — ওহে সুন্দর মরি মরি।

বন্দিতার ফ্ল্যাশ ব্যাক ঝলকায় স্কুলের অনুষ্ঠান, পাড়ার সফিকুলদার একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকা। কেমন আছে সফিকুলদা? আজ হঠাৎ মনে হল, সফিকুলদাকে একটা ফোন করে দেখবে ।

কে বলেছেন?

একটা কর্কশতা খানখান হয়ে ভেঙে যায় বন্দিতার কানে। গলার স্বরে আগেকার আন্তরিকতা নেই, নৈকট্য নেই, বহুদিনের যোগাযোগহীনতায় এই গলা যেন হাজার কিলোমিটারের বড় 'ড্যাশ'।

বন্দিতা বলছি।

কেমন আছো? তোমার ছেলে কেমন আছে?

ভাল। তুমি কেমন?

দিব্য। নিশ্চিন্ত জীবন কাটাচ্ছি। ফোন করেছিলে কেন? বল। বন্দিতা দু'একটা কথা ছাইপাশ কথা বলে ফোন কেটে দেয়। ভাল লাগল না। ভাইয়ার কাছে শুনেছে, সফিকুলদা এখনও বিয়ে থা করেনি। স্কুলে চাকরি করছে। সফিকুলদা সঙ্গে তার মেশামেশিটা মাত্রা ছাড়াবার আগেই বাবা-মা দীপনের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু অনুরাগ তো তৈরি হয়েই গেছিল তাদের। সফিকুলদার তার নাচের অন্ধ ভক্ত। তাকে নিয়ে নাচের শিকের বাড়ি নিয়ে যেত। ভাইয়ার ব্যবসায় সাহায্য করেছিল ।

মাঝেমাঝে আসত তাদের বাড়িতে। বাবা-মা প্রথম প্রথম ভালভাবেই নিয়েছিল ব্যাপারটা। ওদিকে সফিদা কিছুতেই বলবে না, তাকে ভালবাসার কথা। বন্দিতাই জোর করত।

তা হয়না বুন্তু।

কেন হয়না?

তোমরা হিন্দু, আমি...

তুমি কি নিজেকে মুসলমান মনে করো।

তা ভাবি না, কিন্তু তোমার বাবা-মার কত সাধ।

তুমি কি খারাপ?

বুন্তু কাকু কাকিমা আমায় বি(াস করে।

বন্দিতা কিছুতেই সফিদাকে বোঝাতে পারবে না। অথচ সফিদা বুন্তুর রাস্তার অভিভাবক, নাচ শেখাবার অভিভাবক, চলা-ফেরা, কথা বলার অভিভাবক। এমনকি তার কার সঙ্গে বিয়ে হবে তারও অভিভাবক। বিরক্ত(লাগত বন্দিতার। কিছু শুনত না, বুঝত না বুন্তু। চলে যেত সফিদার বাড়ি। কাকিমা ভালবাসত তাকে। শেষ যেদিন গেছিল শুনছিল সফিতো নেই।

কোথায় গেছে?

হাসপাতালে।

হাসপাতালে কেন? কি হয়েছে?

ওর কিছু হয়নি। বুবল গাছ থেকে পড়ে মাথা ফাটিয়েছে। ওকে নিয়ে গেল সফি।

তো তোমার ছেলে তাই সমাজ সেবা করতে গেছে?

সফিদারা দুই ভাই। সফিদা ছোট। আর বড়ভাই চাকরি সূত্রে বাইরে। দুই দিদি। সফিদা চলে এসে তাকে জ্ঞান দেয়, এভাবে তোমার আমার বাড়িতে আসাটা ভাল দেখায় না। কেন এসেছো?

মাসিমা বলে, ও কি কথা।

তুমি কিছু বোঝো না, যাও। কাকিমা আর কাকু দু'দিন পর বিয়ে দেবে, আর ও এখানে এসে বসে আছে?

সফিদা রাগতে শু(করে। বুন্তুর মনে হয় এমন অদ্ভুত মানুষ জীবনে সে দেখিনি। মাসিমার সামনেই সে চিৎকার করে। তোমাকে একদিন কষ্ট পেতে হবে, বারবার তাড়িয়ে দাও কেন? মাসিমা, তোমার ছেলেকে বল, অত ভেতরচাপা গুমড়ানো হলে হয় না। আমি হিন্দু, বেশ আমি হিন্দুই থাকব। আমি চলে যাচ্ছি। আর কোনওদিন তুমি আমার নাচের প্রশংসা করবে না। নাচ করব না।

মাসিমা বলেন, শান্ত হও মা। সফি ওরকম রাগি ছোট থেকেই। কোনওদিন অন্যায় করতে শেখেনি। ওর কি করার আছে? আমরা যে মুসলমান, বেটি। তুমি কষ্ট পাবে মা। তাছাড়া তোমার বাবা অসুস্থ তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে চান। সফি তো চাকরি করে না।

আমি বুঝি মাসিমা। আমায়, ভালবাসে না। আমার সঙ্গ চেয়েছে। নাহলে এভাবে ফিরিয়ে দিত না। আমিই ভুল ভেবেছি। ভুল করেছি। কি বলত, আমরা হিন্দুর মেয়েরা বড় হ্যাংলা। আমরা তোমাদের সমাজকে ভালোবাসতে চাই। কিন্তু তোমরা চাও না। তোমরা আমাদের গ্রহণ করতে চাও না। জাতের বড় অহংকার তোমাদের।

সফিদা চিৎকার করে, ভুল ব্যাখ্যা করবে না বুন্তু। যাও, আমায় নি(পদ্রবে থাকতে দাও। তোমার উপর অনেক ভরসা ছিল। আমার ভরসার যোগ্য তুমি নও। তুমি ধর্ম নিয়ে কথা তুলছ কেন?

মাসিমা বলেন, তোরা থাম বাবা। বুন্তু মাসিমার বুকে মাথা রেখে হু হু করে কেঁদে ওঠে।

নিমগাছটা বড় শুকিয়ে আসছে। দীপন বলছিল, কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে কলকাতাটা। রাধাচূড়া, কৃষ(চূড়া সব মরে যাচ্ছে। ঠিকমত ঋতুবৈচিত্র্য হচ্ছে না। নিমগাছটায় বাজ পড়েছিল কি? কিন্তু সুন্দরী বলছিল, ক'দিন ধরেই গাছটা শুকোচ্ছে। কেন? কেন? কেন? মানুষের ভেতরের রসধারার মত! শুকিয়ে আসছে ঋতুহীনতার জন্য।

নন্দার সঙ্গে গু(বোনের বাড়ি গেছিল রন্তি। ডোরবেল বাজছে। সুন্দরী দরজা খুলতে গেল। অন্ধকার ঘরে সুবিমলের ঘরে গান তখনও বাজছে। মরব না মরব না মরব না আর ব্যর্থ আশায়। কত্থক নাচের বৈশিষ্ট্যই হল হাত পা সঞ্চালন। বন্দিতার শ্বশুরবাড়িতে তাকে পছন্দ করেছিল নাচের ছবি দেখে। বন্দিতার হাত পার সঞ্চালনের নিখুঁত নিভাঁজ আন্দোলিত ছবি আছে। সুবিমল বলেছিলেন, বিয়ের পর নাচ করবে তো মা।

নন্দা হেসেছিলেন।

বন্দিতার বাবা বলেছিলেন, আপনারা যা চাইবেন। যদি উৎসাহ দেন ভাব ও চালিয়ে যাবে।

বন্দিতার মা, গু(জির হাজার প্রশংসা করতে বসেছিলেন। দীপন মিটমিট হাসছিল। প্রায় ছ'ফুট সুন্দর চেহারার দীপন বরাবরই আকর্ষণীয় ব্যক্তি(ত্বের। কেবল বলেছিল, আমি নাচের কিছু বুঝিনা বন্দিতা। উৎসাহ দিতে সময় পাব না বলে রাখলাম। আমি অসামাজিক, অফিস নিয়েই ব্যস্ত থাকব। অসুবিধে নেই তো! কম্পিউটার ছাড়া আর কিছুই বুঝি না আমি।

বন্দিতার মাথায় তখন কিছু ঢুকছিল না। কেবল রাগ হচ্ছিল সফিদার উপর। সফিদা উৎসাহ না দিলে কি সে এত পূর্ণতা পেত। নাচের বই কিনে দেওয়া, ধমকানো, নাচের ক্লাস অফ করলে গাট্টা মারা। এত অধিকার দিয়েছিল বলে আফশোস হচ্ছিল বন্দিার। অথচ কী যে দুর্বিষহ ব্যবহার করল। যেন বন্দিতার মঙ্গলই তার একমাত্র ল(্য। আর নিজে কি পেল? কি? বন্দিতাকে

একবার সবুজ সিগন্যাল দিলে দীপনকে সব বলত। বাবা-মা আত্মীয়স্বজন সব একদিন ঠিক হয়ে যেত। বন্দিতাকে এভাবে অর্ধমৃত করে কেন দিল সফিদা। বন্দিতার প(আর কি তেমন উৎসাহ নিয়ে নাচ করা সম্ভব। সফিদা গত পাঁচবছর ধরে হয়ে উঠেছিল নতুন অক্সিজেন। সফিদা নাচ আর বুন্তু সব মিলেমিশে ছিল। নাচের বিচ্ছেদ বুন্তু কেবল অক্সিজেন ছাড়া এক শুকনো গাছ হয়ে থাকবে। আসতে আসতে শুকোবে পাতা। কিন্তু শুকোবে কার জন্য? সে সফিদাকে ভুলবে ভুলবেই। দীপনকে ভালবাসবে—প্রাণপণে।

পেরেছিল বন্দিতা। ভালবাসা তার ছড়িয়ে গেছিল (শ্বশুরবাড়ির মধ্যে, সব ঘরে ঘরে, সুবিমলের স্নেহে, নন্দার ধমকান অথচ ছেলেমানুষটার মধ্যে। আর দীপনের আপাত উদাসীন মায়া-মমতায়। রন্তি আসার পর আবার তার সব ভুলে যাওয়া তৈরি হয়ে গেছিল।

কিন্তু সফিদাকে আবার এতদিন পর হঠাৎ কেন মনে হল। আসলে কাঁকুরগাছির মোড়ের ঘটনায় বন্দিতা বুঝে গেছিল। একটা যন্ত্র ছাড়া এদের কাছে তার কোনও মূল্য নেই। যেকোনও মূহুর্তে তার যা কিছু ঘটতে পারত। সকালে নিউজ চ্যানেলের খবর এ বাড়ির সকলে দেখে, অথচ তা দেখার পরও একবারও ফোন করে খবর নিতে ইচ্ছে হয় না। না, সুবিমল বলেছিলেন। নন্দা দীপনকে বলেছিল, ঠিক চলে আসবে। সুন্দরীর মুখে কেবল উৎকণ্ঠা তুমি কি করে এলে বৌদি? দাদা বলছিল তোমাকে ফোন করবে, মাসিমা বারণ করে দিল। মেসো ঘরবার করছিল।

নিচে মল্লিকা বলছিল, হ্যাঁরে, তুই কাঁকুড়গাছির ঝামেলায় পড়েছিলি? তোকে টিভিতে দেখলাম।

তা একবার ফোন করলে না!

তোর কর্তা করেনি? শাশুড়ি ঠাক(ণ ?

কঠিন কথা উচ্চারণ করেছিল মল্লিকা, দিদি, ওদের কথা ছাড়। তুমি আমার ভাল চাইলে ফোনে খবর নিতে! আসলে জান, তোমরা উস্কাবে, সত্যিসত্যি মঙ্গল চাইবে না।

এহেন কাঠিন্যে মল্লিকা অবাক। বন্দিতা জানে মল্লিকা এরপর রূঢ় হবে। এবং রূঢ়তার ফলস্বরূপ, মল্লিকা-নন্দার সঙ্গে জমিয়ে নিন্দে করবে। ক(ক গে।

আমি তোমাকে মিস করি সফিদা।

ডোন্ট রাইট মি সাচ এস. এম. এস.।

হোয়াই?

বিকজ য়্যু আর ম্যারেড।

নীতিবাবু । ভাল থাকবেন।

তুমি নাচ কর, তবে কথা বলব।

আমার সিজার বেবি সফিদা। নাচ করলে বেশ কষ্ট হবে।

বেশ আবার চেষ্টা কর। সিজার তো অনেকদিন আগেই হয়েছে। তাই না? চেষ্টা করলে হবে না সফিদা। তুমি যে আমার পাশে থাকবে না।

থাকব।

বন্দিতার আবেগ উথলে উঠল। আকাশ কেঁপে উঠল। মন নাচ করল। লিখল, বল-থাকবে থাকবে থাকবে।

বাট, অ্যাস আ ফ্রেন্ড।

নিজেকে বোঝাতে বসল বন্দিতা। এই তো ভাল। সফিদার সঙ্গে পূর্বের সম্পর্ক মানেই তো পরকীয়া। বন্দিতার প(ে তা হবার নয়। সে বড্ড বেশি আবেগপ্রবণ। তাছাড়া দীপনকে সে ভালবাসে। এরকম দু' নৌকায় পা রাখা তার প(ে অসম্ভব।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাল বন্দিতা।

দীপন, আমি ভাবছি আবার নাচ শিখব।

বেশ।

কখন যাবে? সকালটা যেতে পার। রন্তি স্কুলে যায় যখন। তোমার গু(জির কাঁকুড়গাছির কাছে ঠেক আছে না? সকালে শেখান?

ঠেক কি অভদ্র ভাষা দীপন।

বাব্বা নাচে না যেতেই শালীনতা শেখাচ্ছে। মাকে বলেছ?

না।

বলে নিও।

বেশ নেব। মে মাস থেকে যাব কেমন? মাসে কিন্তু একহাজার। বার্তি লাগবে।

হাতখরচ বাড়াতে হবে, এই তো?

হুঁ।

নিজের থেকে দীপনকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে বন্দিতা। ঘরে পর্দা দেওয়া। হাতে

একটা খাতা হাতে কেবল ইজের পরে গু(গম্ভীর মুখে ঢুকে পড়ে রন্তি। ঢুকেই চমকায় বাবা-মাকে দেখে। 'এ মা এত বড় ছেলেকে আদল করছ। আমি দাদানকে বলে দোব।'

না-না।

দৌড়য় পেছন পেছন বন্দিতা।

দীপন লাজুক মুখে ল্যাপটপের সামনে।

বন্দিতা ছেলে হবার পর এই প্রথম তাকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরল। ল্যাপটপ খুলে বন্দিতাকে চমকে দেবার মতো কিছু করতে হবে তো!

হুঁ। কুয়ালালামপুর। তিনটে টিকিট বুক। মে'র মাঝেই। টিকিটের দাম কম। এ টি এম নাম্বারটা টিপতেই আবার রন্তিবাবুর আগমন। সে নাক ফুলিয়ে গম্ভীর স্বরে বলল, আমার মা আমার মা, তুমি দুষ্টু। দুম দুম।' হাত তুলে বন্দুকের ভঙ্গি করল রন্তি।

ওরে পাগল, তোর মা যে আমার বউ। না, আমার মা, আর কালুর নয়। কালুর নয়। বলতে বলতেই আবার প্রস্থান রন্তিবাবুর।

বন্দিতা এল একবাটি স্যুপ নিয়ে। খেয়ে দ্যাখো তো।

বাবা, গু(জির কাছে না গিয়েই এত যত্ন। তোমার ছেলে কিন্তু আমায় রাইভ্যাল ভাবছে।

ধ্যুৎ। যত্তসব বাজে কথা। ছাড়ো তো।

শোনো। খবর আছে।

কি?

একুশে মে কুয়ালালামপুর যাচ্ছি।

অফিসের কাজে?

না। আমরা তিনজন।

অ্যাঁ।

হ্যাঁ। ম্যাডাম।

কিন্তু আমি যে বললাম, নাচে ভর্তি হব। প্রথম মাসেই কামাই। গু(জি কি ভাববেন বল তো?

তবে ক্যানসেল করে দিই।

না, তবে জুন থেকেই শিখব।

অন্যকারণে কুয়ালালামপুর বাতিল করতে হল। বাড়িতে সকলে ভয় পেয়েছিল, সুবিমলের

বুঝি ক্যান্সার হয়েছে। রাতদিন নন্দার চোখে জল। প্রথমে সাধারণ একজন ডেন্টিস্টকে দেখান হচ্ছিল। তারপর সফিদা খোঁজ দিল ডঃ নিয়োগীর। কলকাতায় শ্যামবাজারে বসেন। মাত্র তিনশ টাকা ভিজিট। বেসরকারি অ্যাপেলোয় ভর্তি হওয়া নস্যাৎ হয়ে গেল। গাদা গাদা টাকা খরচ হয়েছে কেবল। সফিদার কথা অবশ্য বলেনি বুন্তু। ভাইয়া খোঁজ দিয়েছে বলেছিল। যাইহোক দু' সপ্তার ওষুধ খেয়ে দিব্য ঘা শুকোল সুবিমলের। কদিন সুবিমল অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। আমার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে বলে সবাইকে চিন্তায় ফেলেছিলেন। সূর্যগ্রহণের দিন সুবিমলের দেখা নেই। খোঁজ খোঁজ, নন্দা ডুকরাচ্ছে। নির্ঘাৎ নি(দ্দেশ হয়েছে। নন্দার আবার কথায় কথায় চোখে জল। রন্তির স্কুল কামাই হচ্ছে প্রায়ই। বুন্তু অস্থির হয়ে দীপনকে ফোন করল। দীপন বলল, বৌদির ঘরে দ্যাখো। বাবার বন্ধুদের কাছে খোঁজ নাও। আমার কি কাজ নেই বুন্তু।

মল্লিকা আজ বাপের বাড়ি বুবলি সমেত। ভাসুর ক'দিন গেছেন প্রাগ্ সেমিনারে। দীপন এসব খোঁজ রাখে না। এদিকে সূর্যগ্রহণ শেষ হবে বারোটায়। নন্দার নির্দেশ তখনই রান্না হবে। ঘন ঘন ি(ধে পাচ্ছে আজই। চকোস আর দুধ খাইয়ে দিয়েছে। নন্দা কাঁদতে কাঁদতে ফোন করছে সুবিমলের ডায়েরি দেখে। বেলা বারোটা বাজলে সুন্দরী ছাদ থেকে নেমে এল দৌড়ে। ও বৌদি ছাদে চল, দাদু শুয়ে আছে ছাদের রোদে।

রন্তি সহ দৌড়ে সকলে ছাদে। সুবিমল প্রচন্ড গরমে আকাশের দিকে চোখ বুজে শুয়ে। রন্তি গিয়ে তার বুকে। মুখ হাঁ। নন্দা ডুকরে উঠলেন। ওগো, কি হলো গো?

সুন্দরী বলল, ও মেসো উঠে বস। মাসি কাঁদছে দেখছ না। ও মাসি মেসো বেঁচে আছে। মেসোর বুক উঠছে নামছে।

বন্দিতা বলল, বাবা উঠুন।

পাশ থেকে চশমা নিয়ে চোখে পরে উঠে এলেন সুবিমল। জিগগেস করেন, বারোটা বেজে গেছে না বৌমা।

নন্দার এবার মুখ ঝামটা দেবার পালা। আমরা সারা বাড়ি খুঁজছি। ওনার ভীমরতি ধরেছে। তা কি করছিলে কি?

শুনেছি মুখে ক্যান্সার হলে সূর্যগ্রহণে তা কেটে যায়। বন্দিতা ধমক দেয়, কে বলেছে আপনার ক্যান্সার হয়েছে? ওটা একটা নালি ঘা।

সুবিমলের মোটেও পছন্দ হল না বন্দিতার কথা। 'হুঁ' বলে রাগ করে সিঁড়ি দিয়ে নামলেন। নন্দা থামল। রন্তিকে নিয়ে সুন্দরী নামল। ছাদের তালাটা দিয়ে নামল বন্দিতাও। আজ তার প্রেসার চেক করার কথা ছিল। বাড়ি যাওয়া মানেই দৌড়ও খিদিরপুর। সফিদা তাকে বলেছে, নিয়ে যাবে। কিন্তু কে জানে যাওয়া যাবে কিনা। একটার পর একটা ফোন আসতে লাগল।এত(ণ যাদের উদ্বিগ্ন করা হয়েছিল। নন্দা হেসে হেসে সুবিমলের কীর্তি বলছে। বন্দিতা যাদের জানিয়েছিল তাদের

কেবল জানাল, সুবিমলের খোঁজ পাওয়া গেছে। সুন্দরী বলল, আজ আমি রান্না করব মাসি। বৌদি হাফাচ্ছিল সিঁড়ি দিয়ে নামার সময়। নন্দা বলল, পাকামো করতে হবে না। চল দেখিয়ে দিচ্ছি। নন্দা ভাবল, সত্যিই বুন্তুর শরীরটা ভাল নয়। বললেন, আজ তুমি ডাক্তা(ার দেখাতে যেও বৌমা।

বুন্তু বলল, যাব মা। আমি ঘরে যাচ্ছি।

কেন মা?

শরীর খারাপ লাগছে? যা ধকল ঘটাল তোমার শ্বশুর। আজ সকালেই চান হয়ে গেছে রন্তির। সূর্যগ্রহণের পর আর একবার চান করানর ইচ্ছে ছিল নন্দার। কিন্তু রান্নাঘরে ঢোকায় তা আর হল না। রন্তি আজ সূর্যগ্রহণ দেখেছে পাথরের থালায়। এখনও সুবিমলের ঘরও। সূর্যকে কে গ্রাস করেছে তার ইতিহাস শুনবে। রাহু ও কেতুকে নিয়ে গল্প বলছে সুবিমল। এঘরে অঝোর ধারায় ঘুম নেমে এল বুন্তুর চোখে। কী যে ক্লান্ত লাগছে আজ। ঘুম ভাঙল দু'টোয়। উঠে দেখল রন্তি খেয়ে শুয়ে পড়েছে সুবিমলের কাছে। নন্দা বলল, তোমায় আর জাগালাম না। দীপু ফোন করেছিল, জিজ্ঞাসা করল, তুমি এসময় শুয়ে আছ কেন?

বন্দিতা বলল, আপনারা খেয়ে নিয়েছেন? কেমন রাঁধল সুন্দরী, খেয়ে দেখি তো।

নন্দার গ্যাসটিক। একটায় না খেলে পেট ব্যথা হয়।

বের হবার আগে নন্দা বলল, আমি যাব? একা পারবে? গাড়িটাও তো দীপু নিয়ে গেছে।

না, মা, মোড়ের মাথায় ট্যাক্সি পাওয়া যাবে ঠিক। বরং সুন্দরী আমায় ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে আসুক।

বিকেল চারটেয় সুন্দরী গভীর ঘুমে কাতর। নন্দা বলল, চল আমি ট্যাক্সিতে তুলে দিচ্ছি।

না না দরকার নেই মা।

বন্দিতা আজ থেকে সুর(াতে দেখাচ্ছে। ফোনে বুক করেছিল। এসে আর একবার কনফার্ম করাতে হয়েছে। ডাক্তা(ার বসবে বিকেল ছ'টায়। কিন্তু যে আগে কনফার্ম করবে তাকে আগে দেখা হবে। সঙ্গে একটা 'সাপ্তাহিক পত্রিকা' এনেছে। পড়ে সময় কাটানো যাবে। ফোনটা বেজে উঠল। সফিদা!

তুমি কোথায়?

সুর(ায়।

কেন?

ডাক্তা(ার দেখাতে এসেছি।

কে আছে?

একা।

যাব। কাছেই আছি। বিকাশভবনে কাজে এসেছিলাম।

বন্দিতার পালস্ বিট বাড়ে। তবু বলে, বেশ এসো।

সফিদার আসাটা মনে মনে চায় বন্দিতা। বাহ্যত একটা অস্বস্তি হয়। কিন্তু সফিদা এল প্রায় সাড়ে পাঁচটায়। বন্দিতার সঙ্গে অনেকদিন পর দেখা হল। বন্দিতা জানে তাকে পালস্ বিট বেড়ে যাবারও ওষুধ দেবেন ডাক্তারবাবু। যার জন্য দায়ি এই মুহূর্তে সফিদা। নাকি সে নিজেই! কে জানে?

ডাক্তার দেখান হল। প্রেসারের জন্য ওষুধ দিলেন। অ্যানিমিয়া হয়েছে বন্দিতার। চোখ দেখে তাই ধারণা। গাদাগুচ্ছের টেস্ট। আর টেনশন না হবার ওষুধ দিলেন ডাক্তারবাবু।

সফিদা প্রেসক্রিপশনটা নিয়ে ওষুধ আনতে গেল।

বন্দিতার মোটেও সেটা পছন্দের নয়। সে আবার জোর জবরদস্তি করতে পারে না একদমই। সফিদা ঈষৎ উৎকণ্ঠিত। বলল, শরীরের অবস্থা তো বড় খারাপ করে ফেলেছো। কেন? খাওয়া দাওয়া কর না! নিজের যত্ন কর না বুঝি!

সফিদা আর সে কাঁকুড়গাছির মোড়ে দাঁড়িয়ে। বন্দিতা শ্বশুরবাড়ির কাছেই। বলল কথা ঘোরাতে। আমার খিদে পেয়েছে কিছু খাব।

কি খাবে?

প্যাটিস।

তেলজাতীয় খাবার খেও না। অনেক ফল কিনল সফিদা। তারপর বলল, মনে আছে তোমার জুন থেকে নাচ শিখতে যাবার কথা? শরীরটা সারাও।

বেশ কথা শুনব। আমি তো চিরকাল তোমার বাধ্য সফিদা।

বাজে বকবক করতে হবে না। ওজন কমাতে হবে। যা মুটিয়েছ। দিন পনের পর গুরুজীর কাছে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে। কেমন? ভাল থেকো।

তুমি এখন যাবে কোথায়?

কলেজস্ট্রিট। শ্যামলের ক্যান্সার ধরা পড়েছে। কিছু টাকার ব্যবস্থা করলাম। বিকাশভবনে ওর কাজেই এসেছিলাম।

ট্যাক্সিতে বুন্তকে তুলে নিয়ে উদাসীনভাবে চলে গেল রাস্তার অন্য পারে সফিদা।

মধুর

১.

সুন্দরী একটা কাজ করেছে। একটা নিমের চারা লাগিয়ে দিয়েছে ঠিক ওই জায়গায়। রন্তি আর সে গাছে জল দিতে যায় রোজ। আগের গাছটা মরেছে। সুবিমল ওটা তদারক করে কাটিয়েছেন। নন্দা একটা ছোট র‍্যাক তৈরি করে দিয়েছে রন্তিকে। রন্তির জন্য বই রেখেও একটা ফাঁকা জায়গা আছে। দু' শোর ঘুঙুর, হাজার দিয়ে যেটা কেনা হয়েছে, সেটা রেখে দিয়েছে বন্দিতা। সঙ্গে গু(জির ছবি। সুবিমল খুব খুশি। নন্দার মোটেও পছন্দ নয়, বন্দিতার নাচে যাবার ব্যাপারটা। বন্দিতার শরীর এখন ভাল। প্রেসার ও রক্ত(াল্পতার ওষুধ খাচ্ছে সে। প্রতিদিন অভ্যাস করছে বোল। হাত, পা সঞ্চালন সেইসঙ্গে বোলের মুখস্থ পর্ব চলছে। বন্দিতা সন্ধ্যার দিকে রন্তিকে ঘন্টা দুই পড়িয়ে তারপর নাচ অভ্যাস করে। রন্তি জানায়, আমিও নাচব।

নন্দা বলে, ছেলেরা নাচ শেখে নাকি?

বন্দিতা বলে, কেন নাচ শিখবে না। আমাদের গু(জিতো ছেলেই।

গু(জির একটা অনুষ্ঠান হয়ে গেল সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামে। বন্দিতা গু(জিকে টিকিট জোগাড় করে নিয়ে গেল নন্দা আর সুবিমলকে। সুবিমল একসময় অফিসে কালচারাল সেত্রে(টারি ছিলেন। বড় খুশি হলেন। নন্দা আসার সময় বললেন, রন্তিকে আবৃত্তি শেখাও না।

ওটা তো আমি ভাল পারি না মা। বাবা পারেন। বাবার কাছে শিখছে তো।

মা বলল, হ্যাঁরে, তুই আবার নাচে ভর্তি হয়েছিস?

হ্যাঁ মা।

ভাল, একদিন আসবি।

বেশ কালই যাব।

পরদিনই দীপনকে বলে গাড়ি নিয়ে চলে যায় বন্দিতা। আজ দীপনের ছুটি। বাড়িতে জমিয়ে রান্নার আয়োজন। প্রণাম, মল্লিকা, বুবলিরা খাবে। কিন্তু মার শরীরটা সত্যিই খারাপ।

বাড়িতে ঢুকেই বন্দিতা বাবার ঘরে গেল। বাবা নেই দু'বছর। এ ঘরে একটা অদ্ভুত শান্তি আর নীরবতা। মা বলল, হ্যাঁরে, বাচ্চাটাকে নিয়ে এলি না?

ও আসতে চাইল না। আমি তো খেয়েই রওনা দোব। তুমি এটা রাখ মা।

এটা কি?

তোমাকে তো নিয়ম করে কিছু দিতে পারি না। শাড়ি কিনবে।

কেন দিস? ওরা হয়তো ভাববে।

মা, আমি দুটো নাচের টিউশনি পেয়েছি। দু'মাসের মাইনের টাকা।

তোর না শরীর খারাপ বুন্তু। সফি বলছিল... বলেই থমকায় মা। তারপর চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, হ্যাঁরে, সফির সঙ্গে কেন যোগাযোগ করছিস?

বন্দিতা নীরব। যোগাযোগ আর কই মা? সফিদা আমায় নাচটা না ছাড়ার জন্য বারবার জোরাজুরি করে। সামান্য কথাবার্তা, তাও ফোনেই বেশি।

নিজের সংসার আছে বুন্তু। রন্তি আছে সেদিকটা ভেবো। আমার আর অশান্তি ভাল লাগে না। একেই তো রন্টু বিয়ে করবে না জেদ ধরেছে।

কেন কেউ আছে রন্টুর?

না, ও দোতলা তুলবে। পয়সা জমাবে। নিচটা ভাড়া দেবে। তারপর।

যদি কেউ না থাকে, তবে মেয়ে দেখি। রন্টু কোথায়?

সফির বাড়ি। শ্যামলের ক্যান্সার ধরা পড়েছে। লিভারটা পচে গেছে। ভেলোর নিয়ে গেছিল। ফিরিয়ে দিয়েছে। আহা কতই বা বয়স শ্যামলের? সফির বয়সী। দুটো ছেলেমেয়ে। হ্যাঁরে, দীপন আসে না কেন?

ওর সময় আছে নাকি মা? আজ দুটো এম. বি.র ছেলেকে পড়ায়। রাত বারোটায় ফেরে।

হ্যাঁরে, তোরা ভাল আছিস তো?

আছি, তুমি কিন্তু শাড়ি কিনে নিও। মা রন্টুকে ফোন করছি। একসঙ্গে ভাত খাবো।

স্বপ্নার কপালে চিন্তার রেখা। ঈষৎ চিন্তিত হয়। রন্টু আসা মানে সফি আসবে। বুন্তু সহজভাবে কথা বলবে। গাড়ির ড্রাইভার আছে বুন্তুর সঙ্গে। কি দরকার।

তুমি কি কিছু আড়াল করতে চাইছ মা? বেশ ভাত খেয়ে নিচ্ছি। তারপর বাড়ি যাচ্ছি। রন্টুকে নাহয় তারপর ডেকো।

বন্দিতা সব বোঝে। এ বাড়িতে সফিদার সঙ্গে কত কথা বলেছে। এখন বন্দিতা এসেছে বলে, সফির আসাটা চাইছে না মা। সফিদাও হয়ত চাইবে না। রন্টুও চাইবে না। আবার কোন এক অকারণ আশঙ্কায় বন্দিতার সংসার ভেঙে যাবার ভয়ে ওরাও যাবে না। নাহলে খিদিরপুর থেকে কাঁকুড়গাছি কি খুব দূর। আসলে দূরত্ব তো মনের। মন ল(ল(মাইলের দূরত্ব গড়ে। আবার দুটো মন এক স্থানে হলে কিছুই মনে হয় না। সব মিলিয়ে বন্দিতার মনে হল, না এলেই ভাল হত। মন চাইছে অন্তত রন্টুটা আসুক। দু'জনে মিলে জমিয়ে খাওয়া যাবে। সফিদারাও আগে যেমন দু'ভাইবোনে খেত। রন্টুও এমন সফিদা ছাড়া দুপুরটা খাবে না। আর রাতে সফিদার বাড়ি রন্টুর নেমন্তন্ন। এ

তো বরাবর। হাজার হোক এক সময়কার ব্যবসার পার্টনার। আজ না হয় দু'জনেই দুটো চাকরি করে। কিন্তু ভালবাসা অমলিন। কেবল বুন্তু মেয়ে বলেই একা। নাকি ভীতু বলে একা। শামুকে স্বভাবের বলে সঙ্কুচিত হয় বলে সকলে তাকে সঙ্কোচের ভয় দেখায়!

কিন্তু মেঘ না চাইতেই জল। রন্টু এল। সফিদা 'যাইরে' বলে চলে যাচ্ছিল বুন্তুর গাড়ি দেখে। বুন্তুর মাথার মধ্যে দুম করে রাগ হয়ে গেল। বাবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, কেন আমি আছি বলে সঙ্কোচ? মা, তোমরা সকলে ভাল থাকো। মা, আমিই তো সমস্যা, বেশ চলে যাচ্ছি।

স্বপ্না হতভম্ব। মৃদুস্বরে বললেন, সফি খেতে বোস। রন্টু চান সেরে আয়। সফি যাও তো, বুন্তুদের ড্রাইভারকে ডেকে আন।

বন্দিতা জানায়, না মা ও ঘুমোচ্ছে। আমি টাকা দিয়েছি। ও বাইরে খেয়ে নেবে কোথাও।

তাই কি হয়? রন্টু গায়ে গামছা জড়িয়ে ড্রাইভার তপনকে ডাকতে গেল।

খেয়েদেয়ে তপন আবার বাইরে যাচ্ছিল। মা বলল, গাড়িতে গরম, তুমি রন্টুর ঘরে ঘুমোও। রন্টু আর সফিদা খেয়েদেয়ে একটাও কথা না বলে যথারীতি শ্যামলের বাড়ি চলে গেল। বুন্তুর খেতে গিয়ে গা গোলাচ্ছিল। সরব্রিটেড খাচ্ছে সে। রাতে ঘুমে অচৈতন্য হয়ে পড়ে। রন্তিকে আজকাল স্কুলে নামিয়ে দিয়ে আসছে নন্দা। একটু দেরিতেই মানে সাতটায় ঘুম থেকে উঠে রান্নাবান্না শু(করে বন্দিতা। গু(জি তাকে বলেছেন, অভ্যাস কর। অভ্যাস করলেই আবার সব হবে।

শরীর বেশ দুর্বল লাগছিল। সফির এস. এম. এস এল। আজ গু(জির কাছে আসছ তো।

জানি না। তোমার কি দরকার? সেদিন বাড়িতে যা করলে!

সফি চুপচাপ।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও নাচের ক্লাসে গেল বন্দিতা। ক'দিন জোর প্র্যাকটিস পায়ে ব্যাথা। গু(জির কাছে যাবার আগে আর একবার বোল ঝালিয়ে নিল। আই. সি. সি. আর এ একটা যৌথ নাচ রাখছেন গু(জি। সফিদা খুব উত্তেজিত। এস. এম. এস করছিল— ডোভার লেনে তোমার একক হলে তবেই আমি ধরা দোব।

থাক। খুব হয়েছে।

রন্তি ঘুমোচ্ছে। কপালে হাত বোলাল। নন্দা বলল, লেপটা ভাল করে টেনে দিও বুন্তু।

দীপন এস. এম. এস করল। বন্দিতা সেন আপনার নাম বেরিয়েছে কাগজে।

হ্যাঁ, আই. সি. সি. আর এ অনুষ্ঠান আছে সাতাশে জুলাই।

না ম্যাডাম। এটা তেরোয় জুলাই। কলামন্দিরে। গু(জি আর তোমার বন্দিশ।

অ্যাঁ।

হ্যাঁ, কতকিছু করেছেন ম্যাডাম। যাকগে চায়না টাউনে খাওয়াচ্ছি আজ।

বন্দিতা অবাক। গু(জি কিছু বলেননি তো। আজ পয়লা জুলাই। গু(জির কাছে পৌঁছে বুঝল, খবরটা সত্যি।

২.

কলামন্দিরে বন্দিশ অনুষ্ঠানের আগে বেশ উদ্বেগ কাজ করছিল। নাচের বিষয় শ্রীরাধার মানভঞ্জন। বন্দিতা এই রোলটা পেয়ে যাওয়ার দলের অন্যরা বেশ ঈর্ষাকাতর। বিশেষত লৌকিকা। সে দশবছর গু(জির কাছে পরে আছে। কিন্তু বন্দিতা নাচ ছেড়ে দিয়েও কোন গুণে এতবড় সম্মান পেল বুঝতে পারছে না কেউই। কিন্তু গু(জির জেরে কাছে কেউ সাহস পাচ্ছে না কিছু বলতে। গু(জি কাল তাকে দুটো থাপ্পড় মেরেছেন। অভ্যাস করিয়েছেন আর বলেছেন, প্রতিভা ঝরে গেলে আমার কষ্ট হয় বিটি। তোর প্রতিভা কত তুই জানিস না। আলস্য কিসের? শ্রম কর। প্রতিদিন চারঘন্টা করে।

মাত্র আর সাতদিন আছে গু(জি।

হবে বিটি। তুই পারবি। দর্শকরা ভগবান মনে রাখিস। হাতটা দ্যাখা।

বাঃ।

চোখের মুদ্রা দেখা।

না, না ওইভাবে নয়, বড় কর। একদৃষ্টে তাকা। ভালবাসিস না কাউকে? অভিমান কর। সে তোকে পাত্তা দেয় না। তোর কাছে আসে না। ে োভ, দুঃখ, জেদ, কষ্ট যোগ কর বিটি।

ফুটছে। একমনে সফিদার কথা ভাবছে বন্দিতা। বাঃ হচ্ছে এই তো। কলামন্দির -এর পর আই. সি. সি. আর। আর জানুয়ারিতে ডোভার লেন হবে। পারবে না। রন্তি তার কাছে আসছে না। নন্দা তাকে আগলে রেখেছে। বন্দিতা যত আলোর সামনে আসছে রন্তির সঙ্গে দূরত্ব বাড়ছে। বন্দিতাকে পর্দা তুলে দেখে চলে যায় সুবিমলের ঘরে রন্তি। সুবিমল আজকাল তাকে পড়াচ্ছে। বন্দিতা ঠিক করেছে কলামন্দিরের পর আবার রন্তির কাছে যাবে। দরজা বন্ধ করে নাচ করে। সুন্দরী তাকে চা দিয়ে যাচ্ছে। হরলিক্স কমপ্ল্যান। মুগ্ধ চোখে তার নাচ দেখছে। বন্দিতার নতুন রূপে শ্রদ্ধা ঝরে পড়ছে ওর চোখে।

পারবে না। বন্দিতা পারবে না। সাধারণ পরিবারের সাধারণ মেয়ে সে। বাবা-মা-সফিদা-দীপন-সুবিমল- দাদা কেউ তার কাছে না আসুক, রন্তির সঙ্গে দূরত্ব সে মানবে কি করে? একটা

জটিলতা তৈরি হচ্ছে তার মনে। একটা পারা আর না পারার মধ্যকার সংশয়। সফিদা ইদানিং বড় বেশি এস এম এস করছে। সব উত্তর দেবার সময় নেই বন্দিতার। গু(জির কথা তাকে রাখতেই হবে। কলামন্দির হোক, তারপর সফিদার হাবিজাবি শোনা যাবে। একটা ভীতু, দুর্বল মানুষ এবং স্বার্থপর সফিদা। উপকারের ইচ্ছেটা আসলে মুখোশ। বন্দিতা ভুলবে না বাপের বাড়িতে সফিদার ব্যবহার। তাকে বিয়ে না করতে চাওয়া। প্রত্যাখ্যান। অথচ অভিভাবক সাজার ইচ্ছা। আবার পর(ণেই সফিদার জন্য মন নরম হয়ে যায়। না, সফিদা অন্যায় করেছে তার প্রতি। কিছুতেই ওর প্রতি নরম হবে না। নাহলে শ্রীরাধার অভিমান ফোটাতে পারবে না। না। না। না।

মা। আমায় কোলে নেবে।

নেব বাবা। এসো।

আমার মা কী সুন্দল নাচে।

তাই! তোমার ভাল লাগছে?

হুঁ। হুঁ। হুঁ। কোলে মুখ ঢুকিয়ে দেয় রন্তি।

মা ওই ছড়াটা বল।

কোনটা—

ওই যে মা কোলে নিয়ে চুমা খেয়ে বলে উঃ আঃ।

ওরে পাগল। বুঝলি সুন্দরী ওই যে আমরা দেখতে গেছিলাম স্বাতীলেখার কবিতা অনুষ্ঠান।

স্বাতীলেখার বাঁদিকে একবার ডানদিক একবার চূমোর দৃশ্য দেখিয়েছিল। যেটা ভাল লেগেছিল রন্তির। রন্তি এই ছড়াটা বলে বন্দিতা সংলগ্ন হতে চাইছে।

এমন সময় দীপনের ফোন। কি ব্যাপার কি করছ ড্যান্সার।

ছেলের সঙ্গে আড্ডা।

শোনো, অফিস একটা কালচারাল অনুষ্ঠান করবে, তুমি করবে। বেশ টাকা দেবে।

কত?

হাজার খানেক।

কবে?

আগস্ট পনেরই।

রন্তিকে দাও।

রন্তি ফোনে বলল, বাবা, জান মা কী সুন্দল নাচে।

তাই।

রাতে সরব্রিটেড খেয়ে শুয়ে রন্তিকে জড়াল বন্দিতা। সকাল সাতটায় আবার অভ্যাস আছে। একটা ঘাঘরা চোলি কিনতে হবে। দীপনের থেকে টাকা নিয়ে রেখেছে। গাড়ি করে মনিশ স্কোয়ার যাবে। সুন্দরী, সুবিমল, নন্দা, বুবলি আর রন্তির জন্যও কিছু কিনবে। সেপ্টেম্বর আবার ঝিমলির সাধ। ওর জন্য ভাল কিছু কিনতে হবে। জামাকাপড় কিনে দেখল বেশ টাকা বেঁচে গেছে। সফিদার জন্য একটা শার্ট কিনে নিল। এ আবার এক ঝঞ্ঝাট সফিদাকে দেবে কিভাবে? বেশ রাগারাগি করবে।

জামাকাপড় আলমারিতে ঢুকিয়ে রাখে। এখন প্রতিদিনই গু(জির কাছে যেতে হচ্ছে সন্ধ্যেয়। শার্টের প্যাকেটা ব্যাগে নিয়ে নেয় বন্দিতা। সফিদাকে দেবেই। এটা তার টিউশনির টাকায় কেনা। কিন্তু সফিদা কিছুতেই নেবে না।

কেন এসব কিছু? আমি তো তোমায় কিছুই দিইনি কোনও দিন।

সব সম্পর্কের মধ্যে দেওয়া নেওয়াটাই বড় কথা তাই না। তবে বলি, তুমি শার্টটা পরলে আমার আত্মা তৃপ্তি পাবে। তুমি এটা পরে কলামন্দিরে আসবে।

ঐদিন শ্যামলদার শ্রাদ্ধ আছে। তাছাড়া এ ক'দিন শ্যামলদার সব টাকা পয়সা আর পেনশনের ব্যবস্থা করেছি। শ্যামলদার বউ অপর্ণা কেমন লালেভোলা হয়ে গেছে বুন্তু।

ও। আমার নাচের থেকেও শ্যামলদার বউয়ের জন্য দরদই তোমার বেশি। তোমরা মুসলমানরা বহুগামি।

তুমি তো হিন্দু। দীপনকে ভালবাসো বুন্তু। আবার আমাকেও ভালবাসো। তুমিও তো বহুগামি তাইনা?

তুমি বড্ড ক্যাটকেটে। শার্টটা নাও। ঝগড়া কোর না। ইচ্ছে হলে এসো, না হলে নয়। আর একটা কথা, শ্যামলদা নাকি দেহদান করে গেছেন। কাল একটু ফর্ম নিয়ে আসবে। আমার একটা ফর্ম লাগবে।

কেন বুন্তু?

আমার দরকার আছে।

রোজ বিকেলে খিদিরপুর একাদেমি স্কুল থেকে ধর্মতলায় বাস ধরে আসে সফি। বুন্তুকে কিছু বলা হয় না তার। কি বলবে সে? সন্ধ্যেয় ফিরে গিয়ে তীব্র হাহাকারে মন খারাপ হয়ে যায় সফির। মা যখন নামাজ পরে, মনে হয় সব ছুঁড়ে ভেঙে দেয়। কিসের সমাজ? কিসের কি? বুন্তুকে নিয়ে দূরে কোথাও যাওয়া যায় না! বুন্তু কি রাজি হবে? তার তীব্র পাগলামি সফি বোঝে। কিন্তু বুন্তু কি সামলাতে পারবে তাকে? শুধু অভিযোগের তীরে হয়তো শেষ হয়ে যাবে।

কলামন্দিরে যাবে সফি। রন্টুও যাবে। বুন্তর দেওয়া শার্ট পরবে। কিন্তু বুন্তকে এসব বলা যাবে না। মাথার ঠিক আছে নাকি ওর? শ্রীরাধার মানভঞ্জন করতে পারবে না। আবেশে বুঁদ হয়ে থাকবে প্রেমের বাহুল্যে। যুক্তি(আর নিষ্ঠায় বেড়াজাল যাবে ভেঙে। বুন্ত শিল্পী, আবেগী, কিন্তু আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করার (মতা তার নেই। ওকে কিছু দেয় না সফি, এটা ভুল, বুন্তকে আঘাত দেয়—যাতে ও সহজ সঠিক হয়ে পথ চলতে পারে।

কলামন্দির হাততালিতে ফেটে পড়ছে। বন্দিতার ভিতরে কেবল অস্থির শান্ত। গু(জি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন। দর্শক আসনের আলো জ্বলছে। বুন্তর চোখ রন্তিকে খুঁজছে। কিন্তু ও কি? সবুজ শার্ট পরে রন্টুর পাশে? বুন্তর চোখে জল এসে যায় সফিদাকে দেখে।

৩.

দুপুরগুলোতে রন্তি আজকাল সুবিমলের ঘরে। ঠাকুরদার ঝুলির গল্প সিরিজ চলছে। নন্দা ইদানিং কিছু বলে না বুন্তকে। মল্লিকা বলছিল, বাবা, তোর যে এত গুণ জানতাম না। কেমন নষ্ট করছিলিস বল তো! হ্যাঁরে, রন্টুর পাশে যে সুন্দর মতো ছেলেটা বসেছিল, ও কে রে?

রন্টুর বন্ধু।

বুবলির সঙ্গে বিয়ে দিলে হয়। বেশ দেখতে না রে। বন্দিতা থমকে যায়। চমকে যায় ভেতরে ভেতরে। মল্লিকার সাংসারিক বুদ্ধি তী(। বুন্তর আর সফিদার মুগ্ধ চোখ পড়ে ফেলেছে নাকি? তাই সাবধানে জানায়, দাও না। যোগাযোগ করব?

বেশ রন্টুকে বলিস তো, ফোন নম্বর দিতে।

বেশ।

রন্টুকে ফোনে ঘর থেকে সব জানায়, বলল, ম্যানেজ করতে হবে তোকে।

এ আর এমন কি শক্ত(। সফিদা বলবে, ও বিবাহিত, বেশ ল্যাটা চুকে গেল। তোর অত কিন্তু কিন্তু কিসের? সফিদা এখন তোর প্রেমে পড়ে নেই দিদি। শ্যামলদার বউ অপর্ণার সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব। নিজের (তি করিস না।

যা! কি যে বলিস?

হ্যাঁ, সফিদা যদি শ্যামলদার বউ অপর্ণাকে বিয়ে করে আপত্তির কি আছে? সংসারটা বাঁচে। দিদি, একটা কথা বলি,মুসলমানদের চরিত্রের ঠিক নেই। ভাগ্যিস তুই বিয়ে করিসনি। দীপনদা চরিত্রের দিক দিয়ে একেবারে ঠিকঠাক। কি বলিস? মল্লিকা ফোন করে জানে, সফিদা বিবাহিত এবং মুসলমান। আড়চোকে তাকায় বুন্তর দিকে। হ্যাঁরে, রন্টু হিন্দু মুসলমান মানে না? শুনলাম সফিকুলের সঙ্গে বড় ভাব রন্টুর।

দ্যাখ দিদি, রন্টু বড় ও কার সঙ্গে মিশবে না মিশবে আমি ঠিক করার কে?

সফিকে তুই বিয়ের আগের থেকেই চিনিস? তোদের বাড়ি আসত?

চিনতাম। কেন গো?

না এমনিই বললাম, তোর থেকে বড় তাই না?

তা বড়ই বোধহয়।

হ্যাঁরে, মা বলছিল, তুই নাকি ফোনে আজকাল খুব গল্প করিস। কার সঙ্গে রে? সফির সঙ্গে নয় তো! দেখিস বাবা!

ধ্যুৎ। মা'র সঙ্গে ইদানিং কথা বলতে হয়। গু(জির সঙ্গে পরের ডোভার লেন নিয়ে নিত্য আলোচনা করতে হয়।

তুমি পারও বটে দিদি। আর আমার দেওর বুঝি উপে(ত? কি যে তোমার মাথায় ঢোকে না!

বন্দিতা সতর্ক হয়ে যায়। তার মানে সফির সঙ্গে কথা বলার সুরে নন্দার সন্দেহ হয়েছে। সত্যিই তো আজকাল বন্দিতা রন্তির সঙ্গে ততখানি কথা বলে না। নাচ, আর সফি নিয়েই ব্যস্ত। না, তাকে সাবধান হতে হবে। সফির জন্য এস.এম. এসই যথেষ্ট।

ক'দিন সফির ভাবনা ছেড়ে মন দেয় দীপন আর রন্তির প্রতি। (শুরকে নিয়ম করে ডাক্ত(ারের কাছে নিয়ে যায়। সুবিমল এখন বেশ ভাল। মা'র কাছে গেলে রবিবার যায় না। দুপুরে দেখা করে চলে আসে। তাছাড়া সফিদা হয়তো শ্যামলদার বউতে আকৃষ্ট। কিন্তু তাতে তার কি? রন্টু কেন তাকে এ তথ্য দিল? সে ঠিক করেছে নাচের অনুষ্ঠান করবে আর রন্তিকে দেখবে, (শুরবাড়ির জন্য নিজেকে সঁপে দেবে। কিন্তু নাচের ওখানে গেলেই সফি আসবে। সফিকে যদি বারণ করে সে আর কোনওদিনই আসবে না। কোনওদিনও না। সফিকে নয় সফির ভাবনা ছাড়া বন্দিতা শূন্য। সফি না দেখা দিলে বন্দিতা হৃদয় শূন্য শুকনো গাছ, কিন্তু শ্যামলদার বউ তাকে জ্বালাচ্ছে।

গু(জির বাড়ি থেকে আজ তাড়াতাড়ি বেরিয়েছে বন্দিতা। সফির আসতে আসতে সাড়ে পাঁচটা। এখন পাঁচটা।, ধ্যুৎ অটো ধরে বাড়িতে ঢুকে পরে বন্দিতা। সফিদা দাঁড়িয়ে থাকুক। কি দরকার বন্দিতাকে তার। সুবিমলের ঘরে রন্তি। ওকে কোলে তুলে নেবার ইচ্ছে হল। নন্দা ধড়মড় করে উঠে বসে। বলেন, আজ যে তাড়াতাড়ি চলে এলে!

শরীরটা ভাল লাগছিল না মা।

চা খাবে। করে দেব?

নন্দা আজকাল বদলে যাচ্ছে। নাচে নাম হবার পর পরিবারে এখন সম্মান বেড়েছে তার। একটু শুয়ে পড়ি। রন্তিকে নোব মা?

না, তুলো না। আজ দুপুরে ঘরে কাঁদছিল। সুন্দরী ভুলিয়ে ভালিয়ে দিল। দাদু গাড়িতে বসাল, তবে ছেলের কান্না থামল।

পৌনে ছ'টা বাজে। পোস্টপেড ফোনের বিলের এস. এম. এস এসেছে আর দুটো সফির।

জবাব দেবার ইচ্ছে ছিল না বন্দিতার। তবু সফিদার উৎকণ্ঠিত মুখটা মনে হতেই মায়া হল। লিখল — আজ আমি বাড়ি চলে এসেছি। তুমি ফিরে যাও। শরীর ভাল নয় আমার।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর কেন কি হয়েছে? প্রেসার বেড়েছে?

হুঁ। তুমি শ্যামলদার বউয়ের কাছে যাও। তোমাদের ঐ মানায়।

সঙ্গে সঙ্গে ফোন। ফোনটা সুইচ অফ করে দেয় বন্দিতা। সফিদা তাকে ধৈর্য্য ধরতে বলেছিল। কিন্তু কেন? দীপনকে কেন কষ্ট দেবে? একটা সিদ্ধান্তহীন লোকের জন্য। আর রন্তি? কোন অধিকারে তাকে বাবা-মার কোল ছাড়া করবে বুন্তু। সফিদা নিজেকে চেনে না, জানে না, বোঝে না। বুন্তুকে তৈরি করবে। তার ওর কি লাভ? নিজেকে (য় করাও এক ধরনের বঞ্চনা। এবং ঘুমিয়ে পড়ল আধঘন্টা পরের অ্যালার্ম দিয়ে।

আধঘন্টা পর সেলটা খুলল। মা এ(ণি ল্যান্ড ফোন করবে সেলে না পেয়ে। এবং যথারীতি মা'র ফোন। সেলটা অন করার সঙ্গে সঙ্গে।

হ্যাঁরে তোর শরীর খারাপ হয়েছে?

না, তেমন কিছু না।

তবে সফি যে বলল। ফোন করেছিল।

সফিদা বলবার কে মা? আমার শরীর নিয়ে ওকে মাথা ঘামাতে বারণ করে দিও।

সফিদাকে রাগ করে ফোন করল বন্দিতা। সাড়ে ছ'টা বাজে। শাশুড়ি বিকেলে বেড়াতে গেছেন রন্তিকে নিয়ে। সুন্দরীও সঙ্গে। সুবিমল তাসের আড্ডায় বাইরে। সুন্দরী চা করে দিয়ে গেছে টি পাইয়ের উপর। হটকাপে তা ঢাকা আছে।

বন্দিতা বলল, তুমি আর আমায় বিরক্ত(কোরো না।

আমি তোমায় বিরক্ত(করি।

হুঁ সফিদা তুমি, তুমি । আমি কে? কেন ভাবো আমার জন্য?

তোমাকে আমি স্নেহ করি, শ্রদ্ধা করি।

আর ভালবাসো না। না?

ভালবাসার লোক তো তোমার আছে।

হুঁ তোমারও আছে। শ্যামলদার বউ।

না বুন্তু, আমি তোমাকেই ভালবাসি।

৪.

কথা হচ্ছে এই ভালবাসা নিয়ে বন্দিতা কি করবে? বরং ভালবাসলে অন্যের উপকারের কথাই মনে আসা উচিত। বরং সফিদাটাকে বিয়ে দিতে হবে। ভালবাসা মানে অন্যের জন্য ভাবা। নিজেকে উৎসর্গ। আত্মোৎসর্গ বুন্তুর জন্য কম করেনি সফিদা। তবে! বুন্তু কিই বা করেছে? করেনি কেন? সফিদা চেয়েছে বলে বুন্তু আজ নৃত্যশিল্পী। কত্থক নাচের ডাক এসেছে গু(জির মাধ্যমে মুর্শিদাবাদ, দিল্লি থেকে। জানুয়ারিতে ডোভার লেন মিউজিক কন্‌ফারেন্সে বন্দিতা সেন যদি ভাল নাচতে পারে তাহলে আরও নাম ও খ্যাতি।

কাল গু(জির ওখানে যাবে। সকলের পিকিনিক আছে। রন্তিকে নিয়ে যাবে ভাবছিল। সকালে সুদেষ(া ফোন করেছিল। ওর বাচ্ছাটাও যাবে। রন্তি আজকাল মা মুখো হচ্ছে না মোটেই। কারণ কি কেবল নাচ? সফির প্রতি একবগ্গা মনের ধাবমানতা কি তার কারণ নয়? রন্তির জন্য বুন্তুকে থামতে হবে। সফিদার সঙ্গে ঝগড়া করতে হবে। এমনভাবে যাতে বুন্তুও ইচ্ছা হলে আর কোনওদিন তার কাছে না যেতে পারে। কি লাভ এই প্রেমের?

তবে কেন মন জানতে চাইল সফিদা তাকে ভালবাসে কিনা?

মন বড় সাংঘাতিক বস্তু। সে সর্বদা জয়ী হতে চায়। কেন জানে না, পরিণতি ভাবে না অনেকসময়। বন্দিতা বরং সফির স্বীকারোক্তি(তে ভয় পেল। সে নাকি ভালবাসে! সফিদা যদি তার কাছে আরও দাবি করে। ধ্যুৎ সফিদা যা ভদ্র! কোনওদিন বন্দিতার কাছে কিছু দাবি করেছে নাকি ও! বরং দিয়েছে। দান করেছে। এই যেদিনও সফিদার ক্যানন ক্যামেরাটা নেড়েচেড়ে দেখে বলেছে - আমার ছবি প্রথম ওঠাবে কিন্তু। মৃদু হেসেছিল সফিদা। এবং বন্দিতার ছবিই তুলেছে প্রথম। পিকনিকের পর সফিদার সঙ্গে দেখা হল বন্দিতার।

সফিদা, আমায় ফর্মটা দিলে না তো?

কিসের?

বা বললাম না, দেহদানের ফর্ম আনতে।

নিজের কাজ নিজে করতে শেখো।

তারমানে তুমি এনে দেবে না!

না, ওটা আমি পারব না। কে জানে তোমার মনে কি আছে?

ভাবছ আত্মহত্যা করব। তা কেন? আমার ছেলে আছে, দীপন আছে। মাা আছে, রন্টু আছে। শ্বশুর শাশুড়ি নিয়ে ভরা সংসার।

আর আমি?

ও নামটা বলিনি বুঝি। তাই বাবুর মুখ গোমড়া।

সত্যি বুন্তু তোমার ভরা সংসারে আমি একটা ভাসমান নৌকা। আছে না নেই। বোঝা যায় না।

এত বোঝার কি আছে? আজকাল খুব অভিমান হয়েছে তো?

অভিমান দেখবে বলেই তো স্বীকার করিয়ে নিলে। পারবে বুন্তু আমার কাছে আসতে।

না।

কত সহজে বললে— না।

চল কোথাও বসবে।

তোমার সংকোচ নেই। তোমার শ্বশুরবাড়ি লোকলজ্জা!

না। নেই। আমি নৃত্যশিল্পী। তুমি আমার প্রেরণা। এত কিসের ঢাকঢাক গুড়গুড় বল তো! যদি প্রয়োজন হয়.....।

থাক, বুন্তু, চল মণিশ স্কোয়ার যাবে?

মণিশ স্কোয়াররে ঢুকতেই চমক। দূর থেকে চোখে পড়ে বন্দিতার দীপন একজন স্কার্ট পরিহিতার হাত ধরে। দৃশ্যটা চোখে পড়ে সফিদারও। সফিদাকে বলে, চেনো না বুঝি, ও দীপন, আমার বর। ওই দ্যাখো ওরা অফিস থেকে বের হয়ে কৃত্রিম ঝর্ণা দেখছে। চল, আমরাও দেখি।

না, বুন্তু অন্য কোথাও যাই। চল, এখানে তোমার ভাল লাগবে না।

পেছন থেকে তাড়া দেয় সিকিউরিটি। আজ লিলিপুট ছাড় আছে, জানেন। এখানে ভিড় করবেন না।

লিলিপুট বাচ্চাদের জামাকাপড়ের দোকান।

দু'একটা জামা লিলিপুট থেকে কেনে বন্দিতা। সফিদা দাম দিয়ে দেয়।

কেন?

আমি তো রন্তিকে কখনও কিছু দিইনি বুন্তু।

বেশ দাও।

বুন্তু রাস্তা দিয়ে হাঁটতে থাকে সফিদার সঙ্গে। দেখুক সারা কলকাতা দেখুক। দেখুক মল্লিকা,

মা, দীপন আর রন্তিও দেখুক। দেখুক সকলের জন্য, সকলের কথা ভেবে যে সত্যিকার ভালবাসাকে বুন্তু গ্রহণ করেনি, তা কিসের জন্য? কার জন্য? দীপনের কথা ভেবে কত অপরাধ বোধ হয়েছে বন্দিতার। দীপনের কথা ভেবে খিদিরপুরে বাড়িতে ভাল করে কথা বলেনি সফিদা। যদি তার বুন্তুর সংসার ভেঙে যায়। বুন্তু এখন জানে, দীপন নয়, এখন এরা সবাই রন্তিকে দেখাবে। আর বলবে মাকে সৎ থাকতে হয়। মা সৎ থাকলে সন্তানও সৎ হয়। কিন্তু এরা বোঝে না যে খাঁ খাঁ শূন্যতা বন্দিতা বয়ে বেড়াচ্ছে ছ' বছর ধরে।

মণিশ স্কোয়ারে উপরের খাবার দোকানে বসল ওরা।

সফিদা আমাদের বাড়ি যাবে?

সফিদা চুপ।

কেন যাবে না? নিজে হাতে ওকে জামা দিয়ে আসবে।

বাড়াবাড়ি কোরো না।

তুমি নিশ্চই ঐ স্কার্ট মেয়েটার মত নও। ফূর্তির জন্য মিশছ না। তাইনা? তুমি আমার বেঁচে থাকার রসদ।

তুমি নাচ অভ্যেস করছ তো?

করছি।

ক' ঘন্টা?

ঘন্টা চারেক।

রন্তির পড়াশুনা? কে করায়?

বাবা দেখছে।

তুমি একটু দ্যাখো। নিজে পড়াও।

এখন স্কুলে কে আনতে যায় ওকে?

বাবা যায়। আমিও যাই। মা যায়।

অনেকদিন খিদিরপুর যাওনি। যাবে কাল?

তুমি চাইছ?

মা বলছিল, আমি অনেকদিন মেয়েটাকে দেখিনি।

মাসিমা চাইছেন বলে তুমি বলছ! রন্টুর সঙ্গে আমাদের বাড়ি এসো না একদিন।

না। তা ভাল হবে না। অমঙ্গল হবে সকলের!

আজ তো দেখলে নিজের চোখে। কাল যাব। সফির হাতটা ধরে বুন্তু বলল, তুমি চাও আমি খিদিরপুর যাই বল।

চাই।

কেন আগে চাইতে না।

এখন তুমি অনেক শক্ত(হয়েছো। নিজে নাম করেছ। আর আবেগে উল্টোপাল্টা কাজ করবে না।

তাই।

বুন্তু হঠাৎ পা দিয়ে সফির পায়ের উপর দিয়ে দেয়।

এবং জানায় তোমার জন্য আমি এখনও আবেগপ্রবণ এবং এগুলো কিছুই উল্টোপাল্টা কাজ নয়।

সফি চমকে অন্যমনস্ক হয়। বুন্তু তো জানে না সফি আর সৎ নয়। শ্যামলদার বৌয়ের সঙ্গে সত্যিই সফির শারীরিক সম্পর্ক ঘটেছে। সেটা কেবল শরীরী টান। কিন্তু বুন্তু তার কাছে পবিত্র, নির্মল। বুন্তুকে নিয়ে কোনো অনির্মল কথা সফি ভাবতে পারে না। বুন্তু তার মনেই থাক।

বুন্তু চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, কি যাব কাল?

গম্ভীর সফি জানায়, এসো।

৫.

আজ থাকব মা । তোমার কাছে।

তা থাক না। তাই বুঝি গাড়িটা আনলি না?

রন্তির কাল ছুটি। তাই ভাবলাম, আজ থাকব।

ভালই করেছিস।

আড়চোখে দেখেন মেয়েকে স্বপ্না। বুন্তু কেন এল? ইদানিং রন্টুও খুব ব্যস্ত। চোখ ভাল আছে বলে বাড়িতে বসেই কাঁথা শাড়ির কাজ করেন। প্রতিবেশী বউরা আসে স্বপ্নার কাছে শিখতে। বিকেলে আসবে ওরা। বুন্তু জানায় বিকেলে সফিদার বাড়ি যাব । যাবে?

সফিদের বাড়ি কেন?

মাসিমার নাকি শরীর ভাল নেই।

তবে তুই একা যা। সফি যেসময় থাকবে না তখন যাস। দুপুরে ঘুরে আয়।

কেন সফিদা কি রা(স?

সংসারটা তোর। তুই বাঁচাবি না মরবি, সেটা তোকে ভাবতে হবে বুন্তু।

দুপুরে খেয়ে একা একাই রওনা হল সফিদার বাড়ির দিকে। সফিদারা আগে এ বাড়িটাতে ভাড়া থাকত। সফিদা বাড়িটা কিনে নিয়ে নতুন করে নিয়েছে। পথে শ্যামলদার বাড়ি। বন্দিতা একবার ঘুরে যাবে নাকি! যাকগে সফিদা হয়ত ওখানে থাকতে পারে। মাসিমা সত্যিই তাকে ভালবাসত। দেখতে যখন চেয়েছে একবার দেখা দিয়ে আসা। রন্তি ঘুম থেকে ওঠার আগেই চলে আসতে হবে। সফিদার বাড়িটা একতলা সাদা রঙের। সামনে একটা মসজিদ। মাসিমা চ্যাটাই পেতে নামাজ পড়ছিলেন। সাদা ধবধবে শাড়িতে কি সুন্দর লাগছে।

পেছনে গিয়ে বসল, চ্যাটাই গুটোতে গিয়ে বন্দিতাকে দেখে অবাক মাসিমা। বললেন, তুই! ওমা! আমার মা লক্ষ্মী এসেছে। ঘরে চল মা।

বসব না। শুনলাম তোমার শরীর ভাল নেই, তাই দেখতে এলাম।

তা ঘরে চল মা। কি খাবি মা।

পানি খা। ধুঁকি করেছিলাম, তা পাগলটা কি ওসব খাবে মা? ভালই হল। হ্যাঁরে, তোর ব্যাটা কত বড় হল? ওকে আনলি না কেন?

ও ঘুমোচ্ছে। মা আসত, বিকেলে কাঁথা কাজের দলবল আসে, তাই এল না।

সফিদা তিনটে ঘর করেছে। সফিদার বড় ভাই এলে পূবের ঘরে থাকে। মাসিমার ঘর পশ্চিমে এককোণে। এল এর মতো বাড়িটার লম্বা প্রান্তে সফিদার ঘর।

হ্যাঁগো, আমায় তো বউ করলে না। ছেলের বিয়ে দেবে না?

বোস মা। ও পাগলাকে কে বোঝায়? তোকে বলি মা, শ্যামলের বউয়ের কাছে রাতদিন পরে আছে। ওরা নাকি নিকে করবে। হিঁদুর মেয়েই যখন করবি তখন বিধবা কেন? তুই বোঝা দেখি। রন্টু আজকাল ওকে এড়িয়ে যায়। পাড়ায় মুখ দেখাতে পারি না মা।

তার মানে কথাটা সত্যি। তা সে কোথায়? শ্যামলদার বাড়িতে নাকি?

কি করে বলব বলতো মা। আমি বুড়ো হয়েছি। ক'দিন আর। আল্লার দোয়ায় যে কদিন আছি। ছেলের চিন্তায় যে রাতে আমার ঘুম হয় না।

সফিদা এসময় ঘরে এল। বলল, তুমি জান মা, আমাদের বুন্তু এখন টিভিতে অনুষ্ঠান করে।

তাই নাকি রে। তা ও আমার যা তাই থাকবে। ও যে আগের জন্মে আমার মেয়ে ছিল।

সফিদা তাকে ঘরে ডাকে। মাসিমা দুধ আনতে যায় পাশের বাড়ি। বিকেল চারটে বাজছে।কারখানার সাইরেন বাজছে। বুন্তু বেশ ভয় পায়। সফিদা জড়িয়ে টড়িয়ে ধরবে না তো?

সফিদা বলে, 'বোসো তোমাকে একটা জিনিস দেখাই। দাঁড়াও।' একটা বাক্স থেকে অনেক শুকনো শিরিষ পাতা বের করে সফিদা। বলে এগুলো গোনো।

কেন?

তুমি সেই ঝগড়ার পর আমার বাড়ি এলে, আমার ঘরে এলে, দ্যাখো কদ্দিন পর। প্রতিদিন একটা পাতা জমাতাম, বুঝলে?

তুমি শ্যামলদার বউয়ের সঙ্গে.... সত্যি ..... সফিদা?

সত্যি।

কেন?

কেন? আমি যা খুশি করব, যাকে খুশি রাখব, আমায় কে বারণ করবে, আর শুনবই বা কেন? আমার তো স্ত্রী নেই যে উত্তর দিতে হবে!

তাই বলে মাসিমা...

মাসিমার তোমার মত বউ চাই। তোমার মত বউ আমি কোথায় পাব বুন্তু।

সফিদা হাতে মুখ ঢাকে। আর এ দৃশ্যে বুন্তুর মনে হয় সফিদা কত কষ্ট পেয়েছে এতদিন ধরে। অথচ মুখে কোনও কথা বলেনি। বুন্তু তাকে স্বার্থপর ভেবেছে। ভীতু ভেবেছে। বুন্তু সফির কাছে এগিয়ে যায়। না, আজ সফিদার মাথায় হাত দেবেই সে। সফিদার মাথায় হাত দিলে সফিদা নিশ্চয় রেগে যাবে না! মাথায় বিলি কাটতে কাটতে বলে বুন্তু বন্দিতা, তুমি যাতে শান্তি পাও তাই করো। মাসিমার কথাটাও ভেবো। শ্যামলদার বউকে বিয়ে করা যায় না? সম্মান দিয়ে ঘরে নিয়ে এসো।

আমি তোমার জায়গায় কাউকে বসাতে পারবো না। তুমি তুমিই বন্দিতা।

তবে যাও কেন ও বাড়ি?

পারি না। আমি তোমায় ভুলতে চাই। নিশ্চিন্তে থাকতে চাই। তুমি নৃত্যশিল্পী হও। মাসিমা এ সময় দুধ নিয়ে আসে।

বুন্তু জানায়, দুধ আনতে গেছিলে কেন? আমি চা তে দুধ খাই না। এবার মা ছেলে ছাড়ো আমায়। রন্তি উঠে পড়বে ঘুম থেকে।

যাবার সময় শ্যামলদার বাড়ি ঘুরে যায় বুন্তু। সফিদা সঙ্গে ছিল। প্রথমে অপর্ণা ভালভাবে নেয় না বন্দিতাকে। পরে বন্দিতা সহজ করে দেয়। এদিকে মার ফোনে ডাক হ্যাঁরে, বাড়ি আয়। কে এসেছে দেখে যা!

কে এসেছে রন্টু?

দীপন। একটু লুচি বেলে দিতে হবে যে।

সফিদাকে মাঝে রাস্তা থেকে বিদায় দেয় বন্দিতা। ধীর পায়ে এগিয়ে যায় বাড়ির দিকে। দীপনকে বলল বন্দিতা , তুমি যে!

কেমন চমকে দিলাম বলো। তা রন্টুবাবু কোথায়? তোমার পাড়া বেড়ান ভাল হল?

ঐ তো মেয়েদের মুক্তি(র শ্বাস। তা কি খাবে বল। লুচি না পরোটা?

শুধু চা। আর বাড়ি চল আজই।

কেন বাবা মার কিছু হয়েছে নাকি?

না-না, দীপন চেপে যায় মল্লিকার কথাগুলো। একটা সন্দেহের দানা বাঁধিয়ে দিয়েছে বৌদি। কে জানে কোথায় গেছিল? কিন্তু দীপনের আভিজাত্য এখানে কিছুই প্রকাশ করবে না।

মা গম্ভীর। দীপনের এভাবে নিয়ে যাওয়াটা মা'র পছন্দ হয়নি। কিন্তু মুখে কিছু বলবে না মা। বাড়ি ফিরে রন্তি এক দৌড়ে দাদানের কাছে। যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

রাতে দীপন বলে, ছ'বছর ধরে আমাকে ঠকাচ্ছ। সফিকুল কে?

বন্দিতা চুপ।

দীপন গজরায়। বল কে? কে তোমার?

একদম চিল্লাবে না। আমি তো জিগগেস করিনি মণিশ স্কোয়ারে স্কার্ট পরা মেয়েটার সম্পর্কে।

দাস্য

১.

গু(জির ফোনের পর ফোন। কেন বন্দিতা ডোভার লেনে নাচবে না! দীপন যত(ণ বাড়িতে থাকে তার ফোন রিসিভ করে, সে জানায়, বন্দিতার শরীর অসুস্থ। বন্দিতার রাগ হয়। ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে ঘরের আসবাব। মাকে বলেছিল, মা কদিন থাকতে দাও।

তোমার স্বামী চান না। রন্টুটাও এখন বোম্বেতে পোস্টেড।

দীপনকে জানায়, কি এমন দোষ করলাম।

তুমি আমার জীবনটা শেষ করে দিয়েছে।

বাবা-মার নিত্য ঝগড়ার মাঝে ঢোকে না রন্তি। নন্দা সুন্দরীর সাহায্যে কাজ সারেন। বন্দিতার প্রেসার বাড়ে। রাগ করে ওষুধ খায় না। ফলে রক্ত(াল্পতা দেখা দেয়। সুবিমল তাকে গান শোনান, অনেক গল্প করেন। ওইটুকুই যা আনন্দের। ইদানিং রন্তি নিজেই নিজের ঠাকুমা আর দাদানের

ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। সুবিমল একদিন দীপনকে জানায়, ওকে নাচটা ছাড়াস না!

হুঁ।

নন্দা বলেন, তুমি চুপ কর তো।

তোমরা তো কোনও কালেই আমার কথা শোন না। তোমরা ঠিক করছ না।

নন্দা বলেন, দীপু বরাবরই জেদি। দু'দিন পর জেদ কমে যাবে। তখন আবার বুদ্ধ শিখবে না হয়।

বন্দিতা জানায়, বারবার নাচ ছাড়লে তো ডোভার লেন-এ চান্স পাব না।

অনেক বোঝানোর পর দীপন রাজি হয়। গু(জি স্নেহ করে বলেন, বিটি তুই যে আসতে পারলি, এজন্য কৃতজ্ঞ।

আমার নাম কি বাদ গেছে?

না বিটি। তুই এককাজ কর, তোর শাশুড়ি নিয়ে আয় রোজ।

মা আসবে না।

বেশ তাহলে কাজটা একাই কর।

শরীর অসুস্থ বলে অবশেষে সুন্দরী রোজ তার সঙ্গে যেতে শু(করল। নন্দাও আসে। নন্দা দীপনকে সমর্থন করে না। বিশেষত দীপনের মল্লিকার কথায় এত অশান্তি পছন্দ হয় না নন্দার। মল্লিকারা ইদানিং উঠে গেছে রাজারহাটে পাপুজি পালনজির ফ্ল্যাটে। বুবলি মাঝে মাঝে প্রণামের সঙ্গে এ বাড়িতে আসে।

কাম্মা আমায় ডোভার লেনের টিকিট দেবে?

দেব। হ্যাঁরে ঝিমলির বাচ্চাটা কেমন হয়েছে রে. দা(ন। এখন থেকেই হাত পা যা ছুঁড়ছে। রাজন কেবলই সুবিমলকে তাগাদা লাগাচ্ছে নিচের পোরশনের ভাগের টাকা চেয়ে। সুবিমল বলেন, আমি টাকা কোথায় পাব? দীপুকে বল।

মল্লিকা বলছিল, নিচটা ভাড়া দেবে। অন্তত ভাড়ার টাকাটা দাও।

নন্দার রান্নাঘর থেকে বের হয়ে বলেন, মল্লিকার কথায় তোর ওঠা বসা বন্ধ কর প্রণাম। তোদের কি টাকার অভাব! কত টাকা দিয়েছিস তুই বাড়ি করতে? সব তো দীপুর। তোর দেওয়া তিরিশ হাজার টাকা তো শোধ হয়ে গেছে।

কবে শোধ করে দিলে?

নন্দা বিশ্রিভাবে বলেন, কেন মল্লিকার গয়না, ঝিমলির গয়না দিইনি আমরা?

মা, তুমি এত নিচ!

সুবিমল বলেন, হিসেব তুমিই শু(করেছিলে মনে আছে? তোমার টাকার দরকার না হিসেব দরকার প্রণ।

রাজেন চুপ। বুবলিকে বলেন, বাড়ি চল।

আর কিছু(ণ থাকি না। কাম্মা তোমার পা টিপে দোব।

না বুবলি। বাবা ডাকছে, মা । সুন্দরী বুবলির জামা পরে অছে। দু'জন খেলত। সুন্দরী হাসে, বুবলিদি তোমার জামা আর দাও না কেন?

দিদির বাচ্চাকে যে দেখে তাকে দিই।

শুয়ে আছে বন্দিতা। সত্যিই সুন্দরীর জামা ছিঁড়ে গেছে। ওকে দুটো সালোয়ার কিনে দিতে হবে। দীপন যা চটে আছে। ওকে বলা যাবে না। বন্দিতা বলল, আমি কিনে দোব।

সুন্দরীর মুখটাতে হাসি। দাঁতটা একটু উঁচু। আর বছর দুয়েক কাজ করাবে হয়তো। ওর মা'র সঙ্গে কথা দিয়েছে বিয়ে সময় কানের দুল দিতে হবে। ওর মা বলেছে। তোমাদের বাড়িতে দেবার জন্য আমার মেয়ের অভাব নেই।

বুবলি অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রণামের সঙ্গে নিচে নামে। আবার ডাকে সুন্দরীকে বন্দিতা। আলমারিটা খুলবি।

কেন?

আমার দুটো চুড়িদার আছে ও দুটো নিয়ে নে।

আলমারি খুলে সঙ্কোচে দাঁড়িয়ে থাকে সুন্দরী। ওই যে তিন নম্বর তাক আছে ওখানে।

ওমা, এত বেশ দামি গো।

হ্যাঁ বাবা দিয়েছিল। কি হবে রেখে?

ডোভার লেনে নাচের পর অনেকেই অটোগ্রাফ চাইছিল বন্দিতার। বুবলি আর প্রণাম এসেছে। নন্দা, সুবিমল রন্টু আর মা এসেছে। সুন্দরী আর রন্তিও সেইসঙ্গে। গু(জি তাকে যথারীতি জড়িয়ে ধরল। চোখে জল এসে গেল বন্দিতার। দর্শক আসনের আলো জ্বলে উঠল। না, আর সে অসবে না। কিন্তু ওই যে দোতলার এক কোণে দাঁড়িয়ে সফিদা। বন্দিতার চোখাচুখি। দ্রুত বেরিয়ে গেল হল থেকে। আজও সেই সবুজ শার্ট।

বড় গাড়িতে বাড়ি ফেরার পথে সকলের আজ ঝিমলির বাচ্চাকে দেখার সাধ হল। নন্দা নিজের গলার শেষ হারটা পালিশ করিয়েছেন। রাত দশটা বেজে গেছে। রাজারহাট শুনশান। ঝিমলির মেয়েকে গলার হার দিয়ে তবে বড়মার শান্তি।

মল্লিকা হতভম্ব। তাদের সকলকে দেখে।

নাচের বেশে দাঁড়িয়ে আছে। বন্দিতা। হাতের সোনার বালাটা খুলে সে দিল তার নতুন দিদিভাইকে।

আসার সময় কেবল দীপন বলল, শাশুড়ি-বউতে নাটক করতে পারে বটে। আমায় বললেই হত। তোমার ঐ বালাটা তোমার বাবার দেওয়া, না!

বন্দিতা জানাল, মার হারটাও মার বাবার দেওয়া।

সেবা করার অসুখ কী তোরা কি করে জানবি বাবা? তোরা তো সন্তানের জন্ম দিস না।

সকালে বন্দিতার পায়ে খুব ব্যাথা হচ্ছিল। সুন্দরী রসুন তেল দিয়ে মালিশ করে দিল। নন্দা তাকে ডাক্তা(োর দেখাতে নিয়ে গেল। কাল বন্দিতা কিছু টাকা পেয়েছে। সুবিমলকে বলল, বাবা অঞ্জলি থেকে মাকে হার কিনে দিও ।

সুবিমল বললেন, নন্দা, দ্যাখো বুন্তু তোমার কথা কত ভাবে। নাচ করল বলেই না।

আমি ওকে প্রথম প্রথম বুঝতাম না। দাদা সব ওষুধগুলো জোর করে খাওয়াচ্ছে বন্দিতাকে। মা আর রন্টু খিদিরপুর ফিরে গেছে।

রন্টু কাল তার কানে কানে বলে গেছে সফিদা এসেছিল।

দেখেছি।

তুই নাচবি আর সফিদা আসবে না!

জানিস...

থাক রন্টু, পরে কথা বলব ... আজ ওসব থাক। নিজের বিয়েটা সেরে ফেল দেখি।

২.

বন্দিতার পায়ের ব্যাথাটা বাড়ছে। ডাক্তা(োর দেখান হয়েছে। হাড়ের (য় ধরেছে। সুবিমল একটা হ্যারিকেন কিনে এনেছেন। ফেব্রুয়ারির প্রথম দিক। শীত যাই যাই করে যাচ্ছে না। নন্দা বলছেন, অমাবস্যা পূর্ণিমা কর, কিছু না বাত, ডাক্তা(োর না ফাক্তা(োর।

সুবিমল রসিকতা করেন, তোমার ছেলেও ডাক্তা(ার।

নন্দা বলেন, ছেলে ডাক্তা(ার হোক, ইঞ্জিনিয়ার হোক আমার কি? ওদের ভাল। এখন যেমন রন্তিদেব যদি মন দিয়ে পড়াশুনা করে বিজ্ঞানি হয় তবে ওর ভাল। বন্দিতা ইদানিং নাচের ক্লাসে অনিয়মিত হচ্ছে। গু(জিকে বলেছে সে, এই শরীর নিয়ে আর পারব না।

তবে বিটি বাড়িতে অভ্যাস করিস। ওটা তোর বেঁচে থাকার মন্ত্র। এক কাজ কর প্রাণায়াম কর, সব রোগ নির্মূল হয়ে যাবে।

আপনার কাছে মাঝে মাঝে আসব।

তা আসিস। যদি বেশি পরিশ্রমের না হয় তাহলে কিন্তু খবর দোব। সকলেই তোকে চাইবে। ডোভার লেনে এত নাম হল। দেখবি সাতদিনের অভ্যাসেই হয়ে যাবে।

গু(জি একটা অনুমতি নেবার আছে।

বল বিটি।

আমি কি কত্থক ছাড়া রবীন্দ্র নৃত্য করব।

একদম না। একদম না। পাড়ার রবীন্দ্রজয়ন্তী করার জন্য তোর জন্ম হয়নি বিটি। তুই নাচবি সমঝদার শ্রোতার সামনে। নৃত্য এক প্রাচীন কলা। ঠিকমত সেবা করলে ঈ(ের দর্শন হয়। জানিস বেটি তোকে কেন এত ভালবাসি। অন্যেরা তোকে ঈর্ষা করে।

কেন গু(জি?

আমর বিটি ছিল তোরই বয়সী। তোরই মত নাচত। কিন্তু বিটি দশ বছর বয়সে ম্যালেরিয়ায় সে চলে গেল। ওর মা নাচতেন। তাহুরা জা। নাম শুনেছিস? ওর শোকে সেও গেল। আমি কলকাতা চলে এলাম।

গু(জির মধ্যে এক অন্য বাবাকে পেয়েছে। 'গু(চরণে নানা মে শীর্ষ ঝুঁকাও ' তখন করত বন্দিতা মনে পড়ল কেন গু(জির চোখে জল টলমল করত। তহুরজা তো ভারত বিখ্যাত নাচিয়ে ছিলেন।

তার মানে আপনি লক্নৌ থাকতেন?

লক্নৌ , ইলাহাবাদ, বেনারস ঘুরে কলকাতা এলাম।

আজ থেকে আপনাকে 'বাবা' বলে ডাকব গু(জি। আর প্রায়ই চলে আসব।

আসিস বিটি। আসবি বাবার কাছে ফলমূল খাবি। নৃত্যকলার কথা বলবি। সকালে প্রাণায়াম করবি। কেমন?

দর্শক সেবাই আমাদের বড় কথা তাই না বাবা।

হ্যাঁ বিটি। দর্শককে তুমি নৃত্যরসে আপ্লুত করে চোখের জল যেদিন ফেলবে সেদিনই তোমার শি(া সম্পূর্ণ হবে বিটি। আজ যা। তোর বেটা মাকে খুঁজছে।

গু(জিকে প্রণাম করে এক অদ্ভুতরস নিয়ে ফিরছে বন্দিতা। বন্দিতার মন আজ ভরপুর। অপূর্ব খুশিতে মাতোয়ারা। নন্দা যে বি্বাস নিয়ে অনুকূল ঠাকুরের জন্য টাকা জমান। মা যে বি্বাস নিয়ে কাঁথা স্টিচের শাড়ি করেন। যে আনন্দে লাভ করেন বন্দিতা সেই আনন্দের সন্ধানী হয়ে উঠছে। সেই সেবা আসলে আনন্দলাভ শরীর থেকে শরীরের তন্ত্রী বেয়ে অপূর্ব রসে ভরে যায় ভাল করে নাচ করলে। দর্শকের চোখই নয়, নিজের সম্পূর্ণ মনকে উপলব্ধি করলেই, আত্মস্থ করলে ঈ্বের দর্শন হয়। গু(জির কথাগুলো কানে ভাসছে বন্দিতার, বেটি আমরা যাকে ভগবান বলি, তা আসলে সাধনার চরমতম সিদ্ধির রূপ। এই রূপ মেলে প্রতিভাবানের আনন্দ লাভ। সেই আনন্দলাব কখন হয় জানিস সে যখন তার সম্পূর্ণ আত্মা ও মনকে একাগ্র করে সমর্পণ করে, তখনই। একেই বলে পরম ব্রহ্ম।

তাহলে আল্লাহ্ বা ঈ্বেরের সাধনা যারা করেন সকলেই তো শিল্পি নন।

না, তা নন। তাঁদের আত্মার মুক্তি(ভক্তি(তে। বুদ্ধদেব যখন সাধনায় বসেছিলেন, তখন কত খারাপ শক্তি(তাকে বাধা দিয়েছেন, যিশুকে কত শয়তানের সাঙ্গে লড়তে হয়েছে আবার এখন শিল্পীকেও লড়তে হচ্ছে।

তাহলে ধর্ম আর শিল্পতো এক নয় বাবা।

না, তবে ধর্ম মানে ধারণ। শিল্প মানেও ধারণ। শিল্পী রাগ, দুঃখ আনন্দ এসবের উর্দ্ধে উঠতে হয়। স্রষ্টার অন্যতম নাম ঈ্বের। সংসারের বাধাগুলোকে অবজ্ঞা কোরো না, তাচ্ছিল্য কোরো না। তবে সব গ্রহণ কোরো না। তবেই তোমার শিল্পে ভক্তি(সম্পূর্ণ হবে। সংসারে থাকো উদাসীন সন্ন্যাসীর মত, তাতে মন নিয়োগ কর না। তোমার সাধন বিচ্যুত হব। তুই তখন সাধনার দাস হতে পারবি না।

গু(দেব মাঝে মাঝে 'তুমি' আর 'তুই'তে ওঠানামা করেন কেন হয়! সে কাঁকুড়গাছি থেকে আজ একটা রিক্সা নিয়েছে বন্দিতা।

আজ মন বড় প্রসন্ন।

কত ভাড়া ? বাড়ির কাছে নেমেই বন্দিতার জিজ্ঞাসা 'দশ টাকা'। টাকাটা বেশিই। বন্দিতার তা দিতে বিন্দুমাত্র অনিচ্ছে হল না।

রিক্সাওয়ালা বলল, আমায় ডাকলেই চলে আসব বৌদি।

বেশ। অনেকসময় তো দরকার পরে। বাড়ির গাড়িটা যখন ঠিক থাক না। অনেকসময় তপন কামাই করে। তেলের দাম আশি হবার পর তপন রোজই বেতন বাড়ানোর জন্য ঘ্যানঘ্যান করছে।

বন্দিতা বলেছিল দীপনকে ছাড়িয়ে দাও না। আমি রিক্সা করে দিয়ে আসব।

দীপন বলে, এতদিন আছে। প্রায় চারবছর। যা জিনিসপত্রের দাম, ওকে হাজার বাড়াতে হবেই।

বন্দিতার পছন্দ হয় না দীপনের এইসব সিদ্ধান্ত। তাঁর মনে হয়, তখনও সুযোগ টাকা বাড়ানোর জোর করছে। আলুর দাম- ষোল, পটল–পঁচিশ। হয়তো খিদিরপুর বাড়ি গিয়ে জামাই আদর আর বন্দিতার প্রতি ব্যবহার দেখেছে বলেই এহেন সাহস করেছে। সেদিন সুন্দরী বলছিল, তপন বলছিল, কোনদিন রন্তিবাবুর ঘুম ভাঙে না। আমি বেল বাজার তবে আসবে। বৌদির এত ঘুম কিসের রে।

আগে হলে বন্দিতা রাগ করত। তপন যেহেতু সাড়ে ছয় হাজার বেতন পায় সে আর দাস নয়, বন্দিতার অপমান ঘটে গেছে তার সামনে। তাই সে অবহেলার। যাক, তবু সব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে কেন? দীপনের টাকা যা খুশি ক(ক। অনুষ্ঠানের টাকা পয়সা পেলে না হয় সকলের জন্য কিছু কেনা হবে।

ভুলেই গেছিল বন্দিতা। প্যন্টলুনস থেকে একটা সালোয়ার নিয়ে এসেছে সুন্দরীর জন্য। আর রন্তির জামা। 'সালোয়ারটা তুলে রাখিস। বিয়েবাড়ি গেলে পড়তে হবে। সামনেই কিন্তু অনেকগুলো বিয়েবাড়ি আছে।'

আমায় একটা বাক্স কিনে দেবে বৌদি?

সুবিমল চা খাচ্ছিলেন। বললেন, সব বৌদি দেবে কেন? আমি তোকে এঘর সমান ট্রাঙ্ক কিনে দোব।

মুখ ভ্যাঙায় মেসোকে সুন্দরী।

নন্দা বলল, হ্যাঁ, যা হার দুল জমিয়েছে। বড় বাক্সই লাগবে।

বুন্তও আসছে না।

বিকেলের চায়ের আসর জমে যায়।

রন্তি দাদুর কাছে পড়তে বসবে। জামাকাপড় তার ঝোঁক নয়। সে গাড়ি চায়। শোবার ঘরে এসে বন্দিতা চাই দেখে নিম গাছটা বেশ বড় হয়ে গেছে। এ ক'মাসে।

৩.

আজকাল নাচ করে বন্দিতা বাড়িতেই। সকালে রন্তির জন্য স্কুলে যাওয়া আর রান্নাবান্নায় হাত লাগান সফিদার ব্যাপারটা মল্লিকা বলার পর তার হাতের রান্না খেত না দীপন। দীপনের জন্য রান্না না করলেও ছেলের সুপটা ও তৈরি করে। আর সুন্দরীও বেশ রান্না করতে শিখেছে।

বন্দিতার মনে আঘাত লাগে। সুবিমলের ঘরে ঠাকুর আছে বলে সে যেত না। তিনি আবার কি ভাববেন। নন্দাই একদিন বলেন, 'মন শুদ্ধ তো সব শুদ্ধ'। তুমি কেন আসো না। বাড়িতে আমরা না থাকার পর তোমরাই থাকবে তাই না' বন্দিতা কেবল গু(জির ছবিতে রোজ প্রণাম করে। আর বাবার মৃত্যুদিনে একটা জুঁইয়ের মালা দেয়। প্রেসার মাপার যন্ত্রের দরকার পরে না। কিন্তু বড় চিন্তা হচ্ছে রন্তিকে কোন স্কুলে দেবে। ইংরাজি না বাংলা মাধ্যম? কাঁকুরগাছির ফাইন মর্নিং স্কুলটা তো রন্তির পাঁচ বছর পর্যন্ত এরপর পড়ান যাবে না। দীপনের সঙ্গে এনিয়ে খুব যে কথাবার্তা হয় তা নয়। এ বিষয়ে তার পরামর্শদাতা সুবিমল।

সুবিমল বলেন, যেখানেই দাও, ছেলেকে যেন ভারি ব্যাগের বোঝা না নিতে হয়। আজকাল সব স্কুলেই এত চাপ।

ক'দিন সুদেষ(া, কথাকলি, চন্দ্রিমা চেনা শোনাদের সঙ্গে বন্দিতা স্কুল নিয়েই কথা বলবে।

রন্তির স্কুলে ব্রততীর বড় ছেলে সল্টলেকের বিভিতে পড়ে। থ্রিতে লটারিতে সুযোগ পেয়েছে। চন্দ্রিমার মেয়ে বিড়লা হাইতে থ্রিতে মোটা ডোনেশনে ভর্তি হয়েছে। আর দীপেনের বন্ধুর বউ কথাকলির ছেলে পড়ে ক্লাস টুতে হরিয়ানায়, আরও দু'একজন এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত ছেলে মেয়েকে বাসে ভর্তি করে দিয়েছে নামী স্কুলের লোভে। বন্দিতার মোটেও ইচ্ছা নয় ছেলে বাস জার্নি করে এক কিলোমিটারের বেশি যাক! স্কুলটাইম গুলোও আরো বিদ্‌ঘুটে - কা(র সাতটায়, কা(র দশটায়, কা(র দুটো থেকে ছ'টা। সুবিমলকে বলল বন্দিতা, বাবা তুমি তৈরি করে দিও। আমি সরকারি স্কুলের ফর্ম আনব।

বেশ সিলেবাস নিয়ে এসো। তবে সরকারি স্কুলে ভর্তির পরী(া দিতে হবে না।

তবে ইংরাজি ও বাংলা দুইই আছে।

সন্দীপনে বাংলা মাধ্যমই ভালো। সুবিমল সেদিন বললেন, বুন্তু দ্যাখো সন্দীপনে কি হয়েছে?

কি হয়েছে?

কাগজে বেরিয়েছে একটা ছেলে আর একটা ছেলের চোখে পেন্সিল ঢুকিয়ে দিয়েছে।

সেকি! কোন মাধ্যমের ?

ইংরাজি মাধ্যমের। ক্লাস টু। এ সেকশনের।

তবে বাবা, আমি বাংলা মাধ্যমেই ভর্তি করব। সকালের স্কুলের ফর্ম নেব। ইংরাজি মাধ্যমের ছেলেমেয়েরা কেমন যেন মারকুটে। ।

নন্দা বললেন, স্কুলের ভর্তির ফর্ম তো সেই নভেম্বরে দেবে। সবে মার্চ। অক্টোবরে রন্তির পাঁচ বছর হবে। এখন যেমন চলছে চলুক। এত চিন্তার কি আছে এত আগে থেকে?

কথাকলি, সুদেষ(া, চন্দ্রিমার বাড়ি হানা দিল। চন্দ্রিমা বলল, বাবা তবু ছেলের দৌলতে তোর দেখা পেলাম ।

তুই তো যেতে পারিস? আমার বাড়ির ঠিকানা তো অজানা নয় তোর।

কি করে যাব? ছেলের হোমটাক্স সময় পাই না, আঁকা স্কুল, সাঁতারের স্কুল করে আমি ক্লান্ত। হ্যাঁরে তোর নাচের প্রোগ্রামটার সিডি বেরিয়েছে জানিস!

তাই নাকি জানিনা তো।

আমিও জানতাম না। কুন্তল দুটো ক্লাসিক নাচের সি.ডি কিনে এনেছিল ধর্মতলা থেকে দেখলাম, তোরটা ঢুকিয়ে দিয়েছে, তোকে টাকা দিয়েছে নাকি।

বা, আজকাল ভাল ব্যবসা শু(হয়েছে তো। আমি কিছুই জানতাম না,

গু(জি হয়তো জানেন।

গু(জিকে কথাটা জানাল বন্দিতা। গু(জি বললেন, বেটি তোকে বলেছিলাম, চারিদিকে কত বঞ্চনা হবে! কত সামলে চলতে হবে তোকে। সিডি কোম্পানির নাম টা কি বিটি?

পা ধা নিসা।

দু'দিন পর খোঁজ নিয়ে গু(জি জানলেন পা ধা নিসা ওরকম সিডি বার করেনি। ওটা কোনও নকল কোম্পানি, আজকাল অনুষ্ঠান সকলে ছবি করে মুড়ে দিচ্ছে। তবে এতে (োভের কিছু নেই। এও একধরণের প্রচার। কেবল দেখতে হবে, নামটা যেন তোরই হয়। এই ধরণের শস্তা সিডিতেও শিল্পির এক ধরণের সেবা হয়, জানিস।

আমি তো এসব কিছুই জানিনা গু(জি, নাম আমি চাইও না। সমঝদার দর্শক ছাড়া তো আমাদের নাচের মূল্য নেই। তাইনা!

এ নিয়ে ভেবে লাভ নেই। একটা জায়গায় পৌঁছলে সকলেই তোর চরণদাস হয়ে থাকবে, শস্তা দর্শক সম্মান দিয়ে মূল্য দেবে তোর। রন্তির জন্মদিনে এসেছিল দীপনের অফিসের কলিগ, রজত আর কথাকলি। কথাকলি ফোনেই অনেক ধানাই পানাই করল, সিলেবাস হারিয়েছে। কিন্তু বন্দিতা হরিয়ানার সিলেবাস পেয়ে গেল লৌকিকার কাছে। লৌকিকার বিয়ে হয়নি। ওর দাদার ছেলে হরিয়ানায় পড়ে। লৌকিকা এখন ঈর্ষা করে না বন্দিতাকে। লৌকিকা হয়তো তাকে ছেলে মানুষ করার দিকেই ঠেলে দিতে চাইছে। লৌকিকা বুঝে গেছে বন্দিতা এখন মানুষ সংসারের চাপে নাচ বেশিদিন চলবে না। সুতরাং লৌকিকা তাকে আজকাল সমীহ এবং মায়া দেখায়। কিন্তু এসব নিয়ে ভাবার সময় নেই। সিলেবাস সুবিমলের হাতে তুলে দিয়ে বন্দিতার শান্তি।

মাঝে কতগুলো নাচের ডাক পেল বন্দিতা। ক্লাসিক নাচেরই। আগের দুটো টিউশনি ছেড়ে দিয়েছে। দীপন আর তার সম্পর্ক ঠিক হয়ে গেছে আগের মতোই। দীপন বন্দিতাকে ঘাঁটায় না,

নন্দাও জানে দীপনের বান্ধবী সংসর্গ। সুবিমলকে বলছিলেন। সুবিমলের ঘরে রন্তিকে আনতে গিয়ে সেকথা শুনেছে বন্দিতা। একদিন বললেন, রন্টু অনেকদিন আসে না তাই না!

হ্যাঁ মা। ওতো বোম্বেতে।

কিছু মনে কোরো না মা, , সফিকুল কেমন আছে খোঁজ নাও না তো!

বন্দিতা চমকায়। নন্দার বন্ধু হয়ে ওঠাটা কি নেহাতই ভান।

আমার কি দরকার?

সত্যিই কি বুন্তু কোনও দরকার নেই! আমি তোমায় কোনওদিন বলিনি, ওই ছেলেটাকে আমি দেখেছিলাম কাঁকুরগাছিতে। তোমার সঙ্গে কলা মন্দির অনুষ্ঠানের আগে। তখন অবশ্য কিছু বুঝিনি।

থাক মা। ওসব কথা।

থাকবে কেন ? ওর জন্যই তো তুমি নাচে এদ্দূরে এসেছ। খোঁজ নেবে না? তোমার গু(জির সঙ্গে এ নিয়ে অনেক কথা হয়েছিল আমার।

তাহলে আপনার ছেলে কি বলবে? যোগাযোগ রাখলে সে আবার বিগড়াবে। নিত্য অশান্তি করবে।

হয়তো দীপুও তোমায় সব বলে না। তোমরা আজকালকার ছেলে মেয়ে। আমরা তো একনিষ্ঠ হয়েই সংসার করেছি, একজনকেই ভালবেসেছি। কিন্তু তোমার মুখের দিকে তাকানো যায় না।

নন্দার সামনে সফিদার নামটা উচ্চারণ করতে ভাল লাগছে না। সফিদা বিয়ে করেছে। ভালই আছে। মা বলছিল বোধ হয় ওদের বাচ্চা হবে। ভাল না লাগলেও বলতে হয়। তা ভাল। তবে তুমি নাচ নিয়েই থাক। তোমার (শুর কদ্দিন! আস্তে আস্তে ছেলে বড় হবে, পড়াশুনার চাপ বাড়বে, তোমার দায়িত্ব বাড়বে। আমিই বা ক'দিন বাঁচব।

অমন বোলো না মা। তোমরা আর কুড়ি বছর বাঁচো। আমার ছেলে তোমরা ছাড়া থাকবে কি করে?

নন্দা বুঝতে পারে বন্দিতা পাষাণ বুকে নিয়ে বেঁচে আছে। দীপু থেকেও নেই। আর সফিও দূরে। নন্দার মায়া হয় বন্দিতার জন্য। বলেন এসো চুলটা বেঁধে দিই মা।

তোমার তো আবার স্পন্ডিলাইটিস-এ ব্যাথা, থাক।

তা হোক। চি(নিটা নিয়ে এসো না। যাও।

৪.

মল্লিকা আজ অনেকদিন পর শ্বশুরবাড়িতে বেয়াই বেয়ান সমেত। নাতনির অন্নপ্রাশন দীপুও বলছে গতবার তো কুয়ালালামপুরে হল না, এবার চল কাশ্মীর যাই।

কবে যাবে? একুশের পর টিকিট কেটো।

কেন সফিদা ছাড়ছে না বুঝি।

রন্তির একুশ থেকে সামার ভেকেশন।

অ।

তা বাবা-মার টিকিটও কেটো এবার।

অত টাকা আমার নেই। কুয়ালালামপুর ক্যান্সেল করতে হল বল। তিন সতেরো একান্ন গচ্চা গেছে মনে রেখো।

আমার থেকে নিয়ে নিও। যাবে কোথায়?

এ সময় পাহাড়ই ভাল। দ্যাখা যাক কোথায় টিকিট পাওয়া যায়।

চার মাস আগে ট্রেনের টিকিট বুক করা শুরু হয়ে যায়। সুতরাং এয়ার ইন্ডিয়াই ভরসা। রন্তি সমেত মোট পাঁচজন। বন্দিতার ইচ্ছা ছিল মাকে নিয়ে যাবার। মা বলল, কাঁথা কাজের নিয়ে হাওড়ায় মেলা যাবে। বন্দিতা বলল, চল না মা। জোর করতে স্বপ্না রাজি হল। দিল্লির টিকিট কাটা হল। ওখান থেকে বাসে কুমায়ুন দেখে নেবে ওরা। কুমায়ুনে সকলে বেশ মজা হল। স্বপ্না, সুবিমল, নন্দা আর রন্তিরা একটা দল। বন্দিতা আর দীপন। বন্দিতার সঙ্গে দীপন কত গল্প, অনুশোচনা, অভিযোগ, করল। বন্দিতাও প্রাণমন খুলে দীপনকে যেন ভালবাসে নতুন করে।

দীপন বলল, মাঝে মাঝে বেড়াতে আসতে হবে।

বন্দিতা বলল, হুঁ। মাসে পাঁচ হাজার টাকা ভ্রমণের এল.আই.সি করে নিলেই হয়।

ফিরে গিয়ে আর হবে না - আবার সেই ব্যস্ততা, দৌড়ানো, অফিস, তোমার নাচ..... আমি সত্যিই অসামাজিক হয়ে যাচ্ছি। আসলে আমার এমন চাকরি প্রতিমুহূর্তে প্রতিযোগিতা প্রত্যেক ট্যুর থেকে ফিরে এসে ম্যানেজিং কমিটির সাথে বৈঠকে কাজের হিসাব দাও। তোমার জগৎটা আমার ভালো লাগে বুন্তু কিন্তু আমাকে টাকার পেছনে দৌড়তে হয়। রন্তি যেন তোমার মতই হয়।

এসব শুনতে বন্দিতার ভালই লাগে। এসব শুনতে শুনতে সুবিমল, নন্দা আর স্বপ্নার জন্য বেড়াতে আসে টুকি টাকি ওষুধ, বার্নাল, বোরোলিন, মুভ, জোগার দিতে দিতে নিজেকে বেশ লাগে। স্বপ্নার বাতের সমস্যা, বন্দিতা গরম জলের ব্যবস্থা করে। রন্তি মিস করছে সুন্দরীকে।

জানাচ্ছে দিদিকে পরের বার নিয়ে আসব।

সুবিমল ছবি তুলছেন। সেজেছেন হিরোর মত। তুলনায় নন্দা জড়ভরত। শাড়ি সামলে দিতে হচ্ছে বন্দিতাকে বারবার। স্বপ্না বলছেন, না কেদার যাব না।

আরে চলুন বেয়ান। চিন্তা কি। এসবিআই এ.টিএমের কল্যাণে ব্যাঙ্কে টাকা থাকলে চিন্তা নেই।

কেদারবদ্রির দিকে আসার প্যান ছিল না। এটা সুবিমলের ইচ্ছা। দীপন জানাল, তার আর ছুটি নেই। ফিরতেই হবে।

সুবিমল বললেন, তা কেন? বুন্তরা না থাকলে তিন বুড়োবুড়ির কি ভাল লাগবে?

বন্দিতা দীপনের সঙ্গে ফিরে এল। বলল, তোমরা যাও। আমরা বরং পরে আবার আসব। রন্তিকে সামলানোই মহা মুশকিল। তবু সুন্দরী, ওপি ককরোচ কার্টুনের জন্য তাকে জোর করতে পারল।

আজকাল টাওয়ারের সুবিধা থাকায় দু'একবার ছাড়া প্রায় সব সময় শিপ্রা, নন্দা আর সুবিমলকে পেয়ে যায়। রন্টু দুই বন্ধু সহ কেদারে যোগ দেওয়ায় বন্দিতা নিশ্চিন্ত হল। দীপন জানাল, চিন্তা করতে পার বটে।

বন্দিতার ফাঁকা লাগে সুবিমল আর নন্দা ছাড়া। ছেলেকে স্কুলে পৌঁছে সুন্দরীকে নিয়ে মাছের বাজার হাট সেরে ফেলে। নিজেকে ডাক্ত(ার দেখায়। রন্তিকে দেখায়। দীপনের শরীর বরাবর ফিট, তবুও ইন্দানিং ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যা হওয়ায় পায়ের নিচে ব্যাথা হচ্ছে। জোর করে ডাক্ত(ারের কাছে ধরে নিয়ে যায়।

দীপনকে একবার জিজ্ঞাসা করে, কি গো দীপুবাবু আমার রান্না খেতে ঘেন্না হচ্চে নাতো!

দীপন চুপ। বন্দিতা বোঝে এ প্রসঙ্গটা টানা ঠিক হয়নি। রন্তিকে জড়িয়ে এবং ভরিয়ে রেখেছে সুন্দরী। গু(জির কাছে গেল একদিন বন্দিতা। জানালেন, বিটি ষষ্ঠীর দিন কলামন্দিরে শো আছে।

প্রসাদ নিয়ে প্রণাম করে একটা শীতবস্ত্র দিতেই গু(জি মহাখুশি। হ্যাঁরে এটা তো পশমিনা! কেন কিনলি।

আপনি নিন বাবা। কোনওদিন কি কিছু দিয়েছি আপনাকে বলুন? আপনার জন্যই আমি নাম করেছি। নৃত্যশিল্পি হয়ে উঠেছি।

কেবল আমার জন্য। তোর সেবায় সংসারের সবাই খুশি। তাদের আশির্বাদ তোর এখন সাফল্য। জানিস বিটি মানুষকে আঘাত দিয়ে কখনই সাফল্য আসে না। তুই অভ্যাস করছিস তো!

কলামন্দিরে কিসের অনুষ্ঠান?

ভাবছি সুভদ্রা, দ্রৌপদী করাব।

দ্রৌপদী কে হবে ? লৌকিকা।

না , লৌকিকা সুভদ্রা, ও কিন্তু জোর অভ্যাস শু(করেছে। দ্রৌপদী তুই।

লৌকিকাকে দিলেই তো পারতেন বাবা।

তোর গায়ের সাদা রং, উচ্চতা, মুখের লম্বাটে ভাব এসব দ্রৌপদীর জন্যই মানাবে। আর ওর সৌন্দর্য তো সুভদ্রার জন্য ঠিক আছে।

বন্দিতা মাথা নিচু করে থাকে। আবার সাধনার দাসত্ব । এদিকে রন্তিকে নিয়ে বড় চিন্তা হচ্ছে।

গু(জি বলেন, না - ইচ্ছে ছিল। পিটার ব্রুকশিলের মত একটা তেজ আনতে চাইছিলাম এবার নাচে। আপাতত সুভদ্রা হরণ, অর্জুনের পাশে তাকে দেখে দ্রৌপদীর ত্র(াইসিস এটাই মুখ্য।

আপনি নিশ্চয় অর্জুন হবেন।

হতাম। কিন্তু শরীরে পোষাবে না। রাহুল কথা দিয়েছে। ও অর্জুন হবে।

হতাশ হয় বন্দিতা, রাহুল ? আপনার জায়গায় ! ও কি তুলে ধরতে পারবে? ফোটাতে পারবে!

দেখা যাক। শোন, সিডিটা নিয়ে যা আমি বোল তুলে দিয়েছি। সামনের সপ্তাহে প্র্যাকটিস সমেত দেখতে চাই।

রন্তি আর সুন্দরীকে নিয়ে এসেছে আজ। বাড়িতে তালা। নিচের ভাড়াটেকে বলে এসেছে। বলল, আমি একবার আপনার কাছে দেখে নিই।

এই তো! এই তো চাই।

গু(জির বেশ কাশি হয়েছে। দু'একবার ক্যাসেটে উঠেছে সেটা। বন্দিতা মিউট করে ঠিক করে দেবে। বাড়িতে ল্যাপটপের সামনে বসতে হবে। দরকার হলে নিজের গলা ঢোকাবে। গু(জি বললেন, দ্রৌপদীর তেজ আসছে না বেটি, বড় বেশি ভক্তি(ভাব ফুটে উঠেছে মুদ্রায়।

৫.

ষষ্ঠীর দিন সকালে মন্দির বুক পাওয়া যায়নি। দশমীর দিন অনুষ্ঠান হবে। উদ্যোক্ত(ারা সেকথা জানিয়েছিল বন্দিতাকে। বন্দিতা খবরটা গু(জিতে জানিয়ে দিয়েছিলেন। এবং বলেছে উদ্যোক্ত(ারা যেন সমস্ত যোগাযোগ গু(জির সঙ্গেই রাখতে। বন্দিতা জানে এইসব জগতে যোগাযোগের দিকেই সকলে ল(্য রাখে। কিন্তু বন্দিতার প(গু(জির যোগাযোগ গুলো সংগ্রহ

করা সম্ভব নয়। লৌকিকা আগে এরকম করেছে অনেকবার কিন্তু কোথায় যেন বিশ্বাসভঙ্গ হয় বলেই বন্দিতার বিশ্বাস।

বন্দিতা জানায় গুরুজিকে। গুরুজি জানান, এসব নিয়ে এত ভাবার কি আছে! আজকাল যোগাযোগের দুনিয়া বিটি। সকলে এভাবেই চালাচ্ছে। তুই বড় ভালবাসিস আমায় তাই না!আমি এতে কিছু মনে করতাম না। অন্তরের ভক্তি থাকলেই হল। লৌকিকা নিজের থেকে যোগাযোগ করছে, অনুষ্ঠান করছে। আবার আমাকে জানায়নি, কিন্তু খবর ঠিক পেয়েছি। আর আজকাল এসবে আমার কিছু মনে হয় না।

সবথেকে খারাপ লাগে যখন দেখি যিনি আমায় সাহায্য করেছেন, যাঁর কাছে ঋণি, তাঁর নামেও বদনাম চলছে। আমার কথা হল, সরাসরি কথা বল, আড়াল আবডাল কিসের। সমালোচনা বা কিসের? গুরুজি হাসেন। এটা ন্যায় মানুষের কথা। কিন্তু এসব কি এখন চলে বিটি, দুনিয়া সুদ্ধই সমালোচনা আর আমি'ই শ্রেষ্ঠ শিরোপা চাইছে বিটি। যা বলছে, তা করছে। যা করছে তা বলছে না। যা ভাবছে সেভাবে চলছে না। যেভাবে চলছে সেভাবে ভাবছে না। কলামন্দির এর অনুষ্ঠানের কথাই ধর না! দশীমর দিন আমার নিজের একটা অনুষ্ঠান ছিল, সেটা ক্যানলেস করলাম। ওরা কি সেটা বুঝল?

হয়তো আজকাল ব্যস্ততার কারণে মানুষ মানুষকে বোঝার সময় টুকুও দিচ্ছে না। নিচ্ছেও না। আমরা আসলে সময়ের দাস তাই না?

হ্যাঁ বেটি। তুই আজকাল খুব ভাবিস। এত ভাবিস না। নভেম্বরে একটা বড় অনুষ্ঠান আছে তৈরি হ।

গুরুজি, রন্তির জন্য ফর্ম তুলব ঐ সময়টাতে। কি করে হবে? ক'দিন খুব বমি হচ্ছিল। গুরুজিকে সেকথা বলা যায় না। খাওয়া হজম হচ্ছে না বোধহয়।

সব হয়ে যাবে। এক কাজ কর লিখে লিখে কাজ কর। দেখ এখন তোর বয়স ছ'ত্রিশ। পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত কাজ করতে পারবি। তারপর প্রোগ্রামের চাপ কমে যাবে। প্রাণায়াম করছি তো!

গুরুজির বাড়ি থেকে বের হয়ে একটু উইন্ডো শপিং করব ভাবল বন্দিতা। নিউ মার্কেটে যায়নি কতদিন। নন্দাকে ফোন করে জানিয়ে দিল। নন্দা বলল, এই রোদে কোথায় যাবি?

কিন্তু আজ জানো নিউ মার্কেটে ক'টা দোকানে ছাড় দিচ্ছে।

তাই। বাবা রাত আটটার মধ্যে ফিরো।

না। তুমি যাবে একটা রিক্সা করে চলে এসো না।

স্বপ্নাও ফোন করলেন, হ্যাঁরে নিউমার্কেটে আসবি কেন? আমার কাছে চলে আয়। অনেক দিন দেখিনি তোকে।

না, মাকে বললাম নিউ মার্কেটে যাব।

আবার আসছিস! যা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিস? শোন কাল রন্টু আসছে। মাস দুই থাকবে, ওর বিয়েটা ঠিক করতে হবে বুন্তু।

নিউ মার্কেটে শাড়ির দোকানে কোনওদিন একা আসেনি বন্দিতা। নয় সফিদা, অথবা দীপন। কেমন ঘুপচি ঘুপচি লাগে। অন্ধকার দৃশ্যপটের ভেতর সবসময় একটা শঙ্কা ভর করে। ধ্যুৎ 'শু(চি' নামে হ্যান্ড বুটিকের দোকানটা খুঁজতে খুঁজতে তিনবার ধাক্কা খায়। আর তৃতীয়বার ধাক্কাতেই যাকে দেখে সে একেবারে অপ্রত্যাশিত! সফিদা !

তোমার স্কুল নেই?

পরে যাচ্ছিলে তো!

শাড়ি কিনবে! 'শু(চি' কোথায় বল তো!

কোথায় আবার? ডানদিকে দেখলেই হয়। চল আমাকেও শাড়ি কিনতে হবে।

কার জন্য? বড় ভাবিদের জন্য আর নতুন বউয়ের জন্য।

শ্যামলদার ছেলে কোথায় থাকে, তোমার কাছে। বন্দিতার এখনও অপর্না নামটা উচ্চারণ করতে ইচ্ছে হয় না। তা মা ছেড়ে আর থাকবে কোথায়?

শাড়িটাড়ি কেনার পর বন্দিতার সফির সঙ্গ অসহ্য লাগে। এই সফির জন্যই তার নাচ শেখাটা সম্ভব হয়েছিল। অনুপ্রেরক! তা বটে। তাই রাগ গলে জল হল বন্দিতার। সফিদার ঋজু টানটান চোখ মুখ ঈষৎ স্থূল। সামান্য ভুড়িও হয়েছে। আগেকার মত আকর্ষনীয় তো নয়ই কেমন 'সাধারণ সাধারণ' লাগছে।

তুমি কি আমার উপর রেগে আছো বুন্তু!

কেন?

তোমায় বিয়ে করলাম না অথচ.....

ভালই তো করেছো। বউটা না হলে অনেকের সর্বনাশ করতো! আর তোমারও সমাজ সেবা হলো। বিধবা বিবাহ!

বিদ্রুপ করছো। অপর্না আমায় সত্যি ভালোবাসে। আমি কালও ভাবছিলাম বুন্তু আমি কেন রাজকন্যে বিয়ের সাহস দেখাইনি?

রাজকন্যে সে আবার কে?

গরীবের ঘোড় রোগ। কিন্তু ঘোড়ায় ওঠার কৌশল তার অজানা বুন্তু।

কী যে মাথা মুন্ডু ছাইভস্ম বকছ বুঝতে পারছি না। কে রাজকন্যা - কে গরীব - কে ঘোড়া?

যত সব ফুলিশ কথাবার্তা।

আমি বাড়ি যাই। বুঝলে!

ট্যাক্সিতে তুলে দেব না গাড়ি এনেছে?

না আনিনি,ট্যাক্সি আমি নিজেই নিয়ে নেব।

বন্দিতা হঠ হঠ করে উঠে হেঁটে যায়। কিরে আবার দোকানে ঢুকল সফি। সফি ভাবে না, অপর্নার জন্যও কিছু কেনা উচিত। ক'মাস পর মা হবে। দশ মিনিট পর নিউ মার্কেট থেকে বেরিয়ে দেখে একটা জটলা।

কিসের ভিড়?

একটা মেয়েছেলে অজ্ঞান হয়ে গেছে!

ঠান্ডা স্রোত বয়ে যায় সফির শিরদাঁড়া বেয়ে।

ভিড় ঠেলে এগিয়ে দেখে বুন্তু অজ্ঞান। এদিক ওদিক তাকাতে একটা ড্রাইভারকে পেয়ে যায়। কয়েকজনের সাহায্যে বুন্তুকে ট্যাক্সিতে শোয়ান হয়। কোথায় ভর্তি করবে। পিজি কাছেই। তার আউটডোরে নিয়ে যায়। রন্টুকে ফোন করে সফি। ভাগ্যত্র(মে রন্টু আসার আগেই একটা সিট পেয়ে যায়।

তুমি চলে যাও সফিদা। রন্টুই জানায়।

চলে যাব!

দিদির শ্বশুর বাড়ির সকলে আসছে আর দীপনদাও আসছে। ওদের খবর দিয়েছি।

শান্ত

১.

বন্দিতার জ্ঞান ফিরে এসেছে। কাল ওর ফ্যালাপাইন টিউব বাস্ট করেছিল। পিজিতে অপারেশনের পর দুদিন যেতেই পিজিতে ওকে রাখার সাহস পেল না। দু'দিন সুবিমল বাড়িতে। সুন্দরীও। রন্তি কেবল বলছে, মার কাছে যাব। নন্দা অ্যাম্বুলেন্সে বন্দিতাকে কোলে শুইয়ে নিয়ে এল। সল্টলেকের বড় হসপিটালে ভর্তি করে দিল।

এই হসপিটালের বয়স বছর চারেক। অ্যাম্বুলেন্সে যেতে যেতেই নন্দার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে বন্দিতা। অবসন্ন শরীরেই বন্দিতাকে বলল, আমাকে ফোনটা দাও গু(জি হয়তো ফোন করবেন।

নন্দা ধমকালেন, এখনও ওসব থাক। আগে সুস্থ হও।

ভর্তির সময় যা চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলে! রন্টুর চোখ লাল। কান্নার চোখে দীপনের সঙ্গে উজ্জ্বল শুয়ে শুয়েই রসিকতা করল বন্দিতা, ভাগ্যবানের বউ মরে অভাগার গ(। তোমার আর ভাগ্যবান হওয়া কপালে নেই। এ যাত্রায় আমি র(া পেলাম।

থামো তুমি! কাল থেকে রাত আটটায় আসব।

দীপনকে অফিসের ভাত রেঁধে দেওয়ার জন্য হাসপাতালে আসতে পারছে না নন্দা। বন্দিতা বলেছে, রোজ আসার দরকার নেই। রন্টুকে বলেছে, তুই বড়ি যা ক'দিনের ব্যাপার । মা একা আছে। বন্দিতার মুখটা শীর্ণ। বিকেলে ভিজিটিং আউয়ার।

সল্টলেকের হাসপাতালে দ্বিতীয় দিন সফি, অপর্ণা আর স্বপ্না এল, সুবিমল সুন্দরীকে নিয়ে এসেছিল। সুন্দরী হাঁ করে হাসপাতালের ভেতরের ঝকঝাকানি দেখে মুগ্ধ। দুজনের বেশি অ্যালাউ নেই। সুবিমলকে তাই বের হতে হল। অপর্না বলল, তুমি যাও আমি পরে যাব।

সুবিমল বাইরে এসে সফির বউকে দেখে অবাক হলেন। বউটা গর্ভবতী। এ অবস্থায় এর আসাটা ঠিক হয়নি। বললেন, চলুন চা খেয়ে আসি।

অপর্না রাজি হল না। নিচের লাউঞ্জে অপে(ামান চেয়ারে বসে থাকাটাই তার পছন্দের। রন্টু এল আর একটু পর। এসেই যোগ দিল সুবিমলের সঙ্গে।

সফি বলল, কী কান্ড বাঁধালে বল তো।

স্বপ্না রোগা হয়ে গেছেন। মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন মেয়ের। হ্যাঁরে সফি বলছিল নিউ মর্কেটে তোকে সেই তুলে দিয়েছে। এরা জানে?

বন্দিতার কথা বলতে ভাল লাগছে না।

কাল থেকে ভারি ভারি ওষুধ দেওয়া হয়েছে তাকে। মাথা ঝিমঝিম করছে। বেড প্যান রাখা হয়েছে খাটের নিচে। কোনওমতে বলল, বোধহয় না।

সফি বলল, এখন কেমন লাগছে? কি খাবে?

সুস্থ হয়ে উঠি। খিদিরপুর যাই, তখন খাওয়াবে। এখন তো এরা সুপ খাইয়ে রেখেছে।

রন্টু ফোন করল সফিদাকে। ভিজিটিং আউয়ার মাত্র দু'ঘন্টার এবার তোমরা এসো। আমি যাই।

আমি যাচ্ছি। মাসিমা থাক।

স্বপ্না আবার জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁরে বাচ্ছা এসেছিল, বুঝতে পারিস নি।

বন্দিতা মাথাটা দু'দিক হেলাল। রন্টু এসেই বন্দিতার হাত ধরল। বন্দিতার চোখে জল।

স্বপ্না ভাবলেন,তার আদরে দুই ছেলে মেয়ে আজ একজন দূরে, আর একজন কলকাতায় থেকেও ইচ্ছেমত যেতে পারে না।। তার উপর নিত্য অসুখ বন্দিতার। সফির সঙ্গে তখন বিয়েটা হলেই হয়তো মেয়েটা সুখী হত। তখন সমাজের কথাটা ভাবলেন!

সুবিমল জানেন, বন্দিতা, স্বপ্না, রন্টু এক হয়েছে মানেই কান্নাকাটি করবে। বন্দিতার কান্নাকাটি সহ্য হবে না। অপারেশানে সেলাইয়ে চাপ পড়বে। সফিকে তিনি বললেন, স্বপ্নাকে ডাকবে নাকি? অপর্নাও তো যায়নি। কাঁদতে কাঁদতে লাউঞ্জে এসে বসলেন স্বপ্না। অপর্ণা আর সফি যখন ঢুকল তখন পৌনে ছ'টা হয়ে গেছে। বন্দিতাকে নার্স এসে একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে গেছে। অপর্না আর সফিকে দেখে হাসল বন্দিতা। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল। কোনওমতে বলল, কাল এসো।

সফির ভেতরে কি হচ্ছে অপর্না জানে। এদের প্রেম সে দেখেছে বিয়ের পর থেকেই। শ্যামল বলত, সফি আর বুন্তু সবজায়গায়। কিন্তু দ্যাখো এমনিতেই ছেলেমেয়ে দুটো খারাপ নয় কিন্তু। অপর্ণার ভাগ্য কোন সুতোয় এদের সঙ্গে জুড়ে গেল। অপর্ণা এসেছে বলে কি ক'বছর বন্দিতা আরও ভেঙে পড়ল। হয়ে পড়ল উদাসীন। বন্দিতাকে এরকম দেখে অপর্ণার বেশ আফসোস হচ্ছে। সফি তাকে বিয়ে করেছে কিন্তু দেয়নি মন। সফিকে কখনও সম্পূর্ণ পায় না অপর্না। বাইরের লোক লৌকিকতা সবই আছে।

ধীর পায়ে সকলে বেরিয়ে এল। সুবিমল বললেন, বেয়ান আমাদের বাড়িতে চলুন।

তা কি করে হয় ! রন্টু একা থাকবে কি করে? রন্টুও চলুক।

তুমি যাও মা আমিও যাচ্ছি। সফিদারা চলুক। সুবিমল আর না বললেন না। বিশেষ করে এখন এতদূরে অপর্নাকে এ অবস্থায় নিয়ে যাওয়াও সফির প(নিরাপদ নয়। কিন্তু সফি অপর্নাকে নিয়ে বাড়ি চলে গেল। কাল ওর স্কুলে জ(রি মিটিং।

সুবিমল বললেন, বন্দিতা সকলকে নিয়ে থাকাটা পছন্দ করে। ওরা আসেনি শুনলে কষ্ট পাবে।

স্বপ্না চোখ মুছল। নন্দা তাকে দেখে হাত জড়িয়ে ধরল। নন্দা বলল, একবারও বোঝেনি। দু'দিন অবশ্য বমি করেছিল। আমি ভেবেছি গ্যাসটিকের জন্য।

রন্টুর এসব আলোচনা ভাল লাগছিল না। এখানেই যখন আছে রাত আটটায় আবার যাবে। দীপনকে ফোনে সেকথা জানাল। দীপন আর রন্টু ডাক্ত(ারের সঙ্গে কথা বলে বন্দিতার কেস খুব জন্ডিস। ইতিমধ্যে রক্ত(াল্পতাও সাংঘাতিক। ডঃ নিয়োগী বললেন, এটার আর গাইনির হেফাজত নেই। বিষয়টা চলে গেছে সাধারণ ফিজিশিয়ানের কাছে।

এ হসপিটালে সব ডাক্ত(াররা আলাদা করে দেখতেন। সাতজন - সাতশো টাকা ভিজিট।

হাসপাতাল ম্যানেজমেন্ট জিজ্ঞাসা করে জেনে নিয়েছিল মেডিক্লেম কত টাকার আছে। দশল(পার হেড। দীপন রন্টুকে বলল, সব চশম খোর, চিকিৎসার থেকেও পেশেন্ট পার্টির টাকার হিসাব করছে। বন্দিতাকে আর একবার দেখে এল রন্টু আর দীপন। বন্দিতা ঘুমোচ্ছে। হালকা শ্বাস নিচ্ছে। রন্টু জিজ্ঞেস করল, ও কি খাবে?

আপনারা ভাববেন না। দশটায় লিক্যুইড খাওয়াব। মিঃ সেন, আপনি নিচে আমাদের কাউন্টারে যাবেন। সই করতে হবে।

কিসের সই?

আপনারা মেডিক্লেমে অ্যাপ্লাই করেছিলেন। থার্ড পার্টি এগ্রি করেছে। একটা ফ্যাক্স এসে গেছে। ওটাতে একটা সই করতে হবে।

আসার সময় রন্টু বলল, তোমায় কিছু বলছি না দীপুদা। এ হাসপাতালে টাকা শোষণের মাত্রা সাংঘাতিক। চিকিৎসা দূর কি হবে।

দীপনের মেজাজের ঠিক নেই। তবে আমার উপর আস্থা নেই যখন, যাওয়া সেই পচা পিজিতে সরকারি হাসপাতালে আজকাল আর কেউ পরে থাকে না বুঝলে!

২.

ক্যালকাটা হসপিটালে পাঁচদিন হয়ে গেল বন্দিতার। সকলে আসে রন্তি ছাড়া। সুবিমলকে সে ফর্মের কথা বলেছিল, নিয়ে এসেছেন। বন্দিতা কখনও কখনও প্রবল ঘোরে চলে যাচ্ছে। যখন ভাল থাকে ত্র(মেশ হাসপাতালের নার্স,আয়া, পাশের বেডের রোগীদের সঙ্গে কথা বলছে। যদিও কথা বলতে তার ভালো লাগছে না।

পাশের বেডে একটা বউ আছে। বেশ গল্প করে।

বন্দিতাকে জানায় তোমার ছেলেকে আনোনা কেন? ও কিভাবে আছে বল তো! মাকে দেখতে পাচ্ছে না।

ছেলে ! রন্তি! ভাবতেই কত সুখের মুহূর্ত মনে হয় বন্দিতার। স্কুলে থেকে আনা। দীপন আর তার মাঝে ঝাপিয়ে পড়া। দাদানের পিঠে ঘোড়া ঘোড়া খেলা। মা'র নাচ দেখতে যাওয়া। দীপন তার সঙ্গে ঝগড়া করলে বাবাকে ধমকে চুপ করিয়ে দেওয়া , ঠাকুমার সঙ্গে বিকেলে বের হওয়া। আরও ছোটবেলায় দিদানের বাড়ি গিয়ে ঠাকুরের সামনে বসে থাকা। বন্দিতার কি হু হু না করছে ভেতরটায়। কিন্তু তাকে ব্লাড দেওয়া চলছে প্রতিদিন। একেই রক্ত(ল্পতা তার উপর ফ্যালাপাইন টিউব বাস্ট করে প্রচুর রক্ত(বের হয়েছে তার। এ অবস্থায় তাকে দেখতে ভাল লাগবে

না রন্তির। দীপন রবিবার এসেছিল। বন্দিতা জানাল। কি গো প্রচুর টাকা খসে গেল তোমার তাই না?

না, আমার টাকা কোথায় গেল, মেডিক্লেম কোম্পানির টাকা।

সেও তো তোমার। কত খরচা হল?

তুমি না ছাড়া পাওয়া পর্যন্ত জানা যাবে না। তুমি ছাড় ওসব।

বেশ ছাড়ব। কিন্তু মেডিক্লেমের ইনটারেস্ট গেল। প্রতি বছর কোনও খরচা না হলে ওরা লামসাম ইন্টারেস্ট দেয়।

তা দেয়।

দীপন চুপ। আজ ম্যানেজিং কোম্পানিতে খুব মাথা গরম হয়েছে তার। মিটিং এর সময় আটটা থেকে দশটা। যদিও বন্দিতাকে দেখছে অনেক ডাক্তা(োর তবুও ডঃ নিয়োগীর সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিন্ত হয় দীপন। দীপনের সঙ্গে প্রতিদিন রন্টু আসে। সফিও এসেছে দু'দিন।

সফির সঙ্গে সহজ সুরেই কথা বলে দীপন। সফির ডাক্তা(োর সম্পর্কে বেশ অভিজ্ঞতা আছে। দীপন এখন জেনেছে সেদিন সফি না থাকলে বন্দিতা হয়তো রাস্তাতেই মারা পড়ত। শুধু তাই নয় বন্দিতার শরীরের ক্যালসিয়াম কম, ত্র(নিক আলসার সব খোঁজ জানে সফি। আর তাই সুবিধা হয় চিকিৎসার। সব কাগজপত্র গোছানো নেই বন্দিতার। সুবিধা হয় আবার অসুবিধেও হয় দীপনের। দীপনকে কেন জানতে দেয়নি বন্দিতা সব? নাকি বন্দিতার দোষ নয়, না জানাটা দীপনের দোষ? মাঝে মাঝে দীপন অসহ্য কষ্ট পাচ্ছে। স্কার্ট পড়ে এখনও আসে অফিসে দিয়া।

হাই দীপন, হোয়াই আর য়্যু সো মোর্ন?

আই ডোন্ট নো কার বাচ্চা?

সো হোয়াট। দ্যা ফিটস ইজ ডেড। অ্যান্ড লুক অ্যাট দীপন বন্দিতা ইজ নট ভেরিওয়েল। প্রপারলি ওর চিকিৎসার দরকার। তুমি ওকে টেন্সড করছ না তো।

না। তবে আমি ভোম্বলদাসের মতই ডঃ নিয়োগীর কাছে বসে আছি। সফি ইজ রিয়েলি লাভস হার। আমি কি কিছু বুঝিনা। সফি নো হার ভেরিওয়েল।

তুমিও বন্দিতার স্বামী। হোয়াই আর ইউ সো পসেসিভ।

না পসেসিভ হবে না। আমার স্ত্রী অন্যের সঙ্গে প্রেম করবে।

শান্ত হও শান্ত হও।

দীপনের বন্দিতার প্রতি পসেসিভনেস ভালো লাগে না দিয়ার। দীপনকে সে যদি না বোঝাত কি যে হত! কিন্তু দীপন কি দিয়াকে একটুও ভালবাসে না নাকি! রাতদিন বন্দিতা বন্দিতা।

হুঁ হুঁ বাবা, যতই বাইরে ফস্টি নষ্টি ক(ক বউ আর একটা বাচ্ছা থাকলে ভালবাসার সেন্ট পার্সেন্ট বউকে দেবে। ছিঃ ছিঃ দিয়ার কি এখনও এসব ভাবা মানায়?

দিয়া আবার জিজ্ঞাসা করে, ক' বোতল রক্ত(দেওয়া হল?

দ্যাখো ছয় বোতল। গ্রুপ ঠিক আছে তো।

হুঁ।

আজ তো বউয়ের কাছে যাওয়া হল না। কাল যেও। রন্তি কেমন আছে।

আমার কাছে মোটেই ঘেঁসছে না। রাতদিন সুন্দরীর সঙ্গে খেলছে। আমার আর ভাল লাগছে না।

তুমি ভাবছ বাচ্ছা এসেছিল আমি জানাইনি, না। চমকায় দীপন।

এসব কি ভাবনা বুন্তু!

আমি কিন্তু তোমার ফিটাসই ধারণ করেছিলাম। একবার জানতাম। আর এবার জানতাম না, না হলে কি ডাক্ত(ার দেখাতাম না?

রন্টু সঙ্গে।

একথা রন্টুর ভাল লাগে না। সে উঠে যায়। বন্দিতা জানায়, রন্টু কাল বা পরশু আমায় ছেড়ে দেবে। তুই ফিরে যা। মা একা আছে।

বন্দিতা বাড়ি যাবে বলে অদ্ভুত প্রসন্ন। নন্দাকে দিয়ে গু(জি তাকে ফুল পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাতে প্রণাম করে বন্দিতা বলছিল, আমি হয়তো আর নাচতে পারব না। কিন্তু আমি আপনার অযোগ্য ছাত্রী । আমায় (মা করবেন। ভাগ্য বারবার আমাকে উঠতে বাধা দিয়েছে। প্রণাম আপনাকে আপনি যে জীবনের স্বাদ দিয়েছেন তা ধারণ করার যোগ্যতা আমার ছিল না।

দুপুর তিনটেয় ফোন এল দীপনের কাছে। বন্দিতার অবস্থা খারাপ। অপারেশন জায়গাটা ছিড়ে গেছে। প্রচুর ব্লাড বের হচ্ছে।

দীপনরা যখন সকলে পৌঁছাল বন্দিতা ঘুমিয়ে পড়েছে। সাত বোতল রক্ত(দেবার সময় জার্কিং হয়ে বন্দিতা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। দেওয়ালে দুম করে ঘুঁসি মারল দীপন। স্বপ্না, সুবিমল আর নন্দা আসেনি।

সফিকে আসতে হল । বন্দিতা দেহদানের কাগজ জোর করে তাকে দিয়ে গেছিল। চোখটা

নেওয়া হল হাসপাতালেই।

বন্দিতার শরীর চলে গেল এন.আর.এস-এ। সেখানে বন্দিতা লিখেছিল, আমার দেহ আমার মৃত্যুর পর যেন চিকিৎসার কাজে লাগে।

কেউ কথা বলছে না। চুপচাপ সব হল। রন্তির কথা ভেবে সবাই চুপ। সব্বাই। কিন্তু চিৎকার করে রন্তি বলল, মাকে হাসপাতাল থেকে ঠাকুরের কাছে নিয়ে গেলে, আমায় কেন ছুঁতে দিলে না একবার?

বল। বল। বল।

সুন্দরী কাঁদছিল। তবুও ওইটুকু মেয়ে ওকে ভোলালো, ওই গাছে রোজ জল দেবো চল ভাই। নিমগাছটায়, মাকে ছোঁয়া হবে ভাই। চল দিই ভাই। ওটাই তোর মা। আর আমার বৌদি।

৩য় খন্ড
ভাবসম্মিলন

সুবিমল মাঝে মাঝে ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠেছেন। বিশেষত যখন বন্দিতার বন্ধুরা আসছে। শোকের বাড়ির ছায়াপাত ঘটাতে প্রবল আপত্তি দীপনের। চন্দ্রিমা বলল, সেই এলাম কিন্তু বন্দিতা নেই। কতবার আসতে বলত।

নন্দাকে সামলাতে হচ্ছে সব। সুবিমল কাঁদলেই ঘরে নিয়ে যাচ্ছেন উঠিয়ে। কথাকলিরা এসেছিল। মল্লিকা দু'দিন বুবলিকে নিয়ে এসেছে। রন্তি জিজ্ঞাসা করছে, এত লোকজন কেন? মা তো আছে। ঠাকুরের কাছে গেছিল, এখন ওই নিমগাছে আছে মা।

সুবিমলের মনে বন্দিতার জন্য ছিল প্রবল স্নেহ। কতবার কত গল্প হত নাচ নিয়ে। সুবিমলের দাঁতের যন্ত্রণায় অধীর হলে কত করছিল।

স্বপ্না ভাবছে, কিছুই তো ভোগ করল না সবে ফেলে চলে গেল। তার থেকে ঠাকুর আমায় কেন নিল না। অশান্তির ভয়ে খিদিরপুর যেত না আজকাল। ওর বাবা বোধ হয় ওকে নিয়ে নিল। দুই ছেলেমেয়ের দিকে তাকিয়েই তো বেঁচে ছিলাম।

রন্টুর মনে হল ছোট বেলাকার ভাইবোনের কত খুনসুটি। ভাই তুই এই করবি। ওই করবি না। মাকে কষ্ট দিবি আর কতকাল? বিয়ে কর। রন্টু ভেবেছিল, দিদিকে বলবে মেয়ে দ্যাখ। ডিসেম্বরে পর্যন্ত কলকাতায় আছি।

বন্দিতা তখন হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে চলে যাচ্ছে বন্দির ঘেরাটোপা ছেড়ে, আকাশ থেকে জলে, জল থেকে গাছে। আলোহীন এক নিঃঝুম শূন্যতায় গ্রাসিত হয়েছে তার দেহ, কিন্তু অচেতন থেকে সচেতন হলেই হানা দিচ্ছে সেই চঞ্চলতায়- দৌড়াচ্ছে দৌড়াচ্ছে -মাঠ ঘাট আবার প্রবল

অশান্ত হৃদয়ে ফিরে আসছে রন্তির কাছে। ওযে বড় ছোট। ওরা কি ঠিকঠাক মনের মত মানুষও করতে পারবে। বন্দিতার মনের মত করে ।

দীপনের ছেলেমানুষী, রাগ, ঠিক হয়ে যাবে। সুবিমল আর নন্দা পরস্পরকে সান্ত্বনা দেবে।মা বৌ নিয়ে রন্টুকে নিয়ে ভাল থাকবে চেষ্টা করবে।

বন্দিতা তার সফিদার কাছে বেঁচে থাকল স্বপ্নের মত না পাওয়া রাজকন্যা। সফিদার মনে পড়ছে রবীন্দ্রসদন, নন্দন, পার্ক স্ট্রীট, কাঁকুরগাছি, মনিশ স্কোয়ার, বন্দিতার থাক থাক স্মৃতিভরা জীবনগুলো। মরে গিয়েও বন্দিতা সকলের জন্য ভাবনার সামাধান করে যাচ্ছে।

আর ঐ তো রন্তি। রোগা, প্যাংলা,দুরন্ত শক্ত(জেদি রন্তি -নিমগাছটায় হাত বোলাচ্ছে। আঃ বন্দিতার প্রাণ জুড়িয়ে যায়। নিমগাছ থেকে শীতের হাওয়া হয়ে কিছু শুকনো পাতা ফেলে দেয় রন্তির মাথায়। বন্দিতা চিন্তিত হয় গরম জল নিয়ে আসছে কেন রন্তি?

সুন্দরী বলে, গরম জল দিওনা - গাছ মরে যাবে। খেলার কাপটা দাও। দাও বলছি।

না, টিব্যাগ দিয়ে মাকে চা করে দোব। দেখবে মা কেমন চা খাবে? মা চা খেতে খুব ভালবাসত জানো। সুন্দরী দিদি।